ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 January, 2023 ■ আগরতলা ১১ জানুয়ারী, ২০২৩ইং ■ ২৬ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার আগরতলায় সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠকে আলোচনায় মগ্ন দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত। ছবি- নিজস্ব।

ভোটে কংগ্রেসের সাথে মথার মিতালীর সম্ভাবনা বিলিন

জনজাতিদের আবেগ নিয়ে উপহাস করবেন না, সুদীপকে কড়া হুঁশিয়ারি প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। জনজাতিদের আবেগ নিয়ে উপহাস করবেন না, নইলে উপযুক্ত জবাব পাবেন। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ-কে উদ্দেশ্য করে কংগ্রেসকে এই সুরেই নিশানা করেছেন তিপরা মথার সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দলগুলি নতুন শ্লোগান এনে মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে খেলছে। গতকাল করমছড়ায় তিপরাল্যান্ড ও গ্রেটার তিপরাল্যান্ড ইস্যুতে এভাবেই আইপিএফটি এবং তিপরা মথা-কে

বিঁধেছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তারই ওই জবাব দিয়ে প্রদ্যোতের দাবি, আমরা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার জানি।

গতকাল সুদীপ বলেছিলেন, জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দলগুলি সবসময় নতুন শ্লোগান এনে জনজাতি ভোটারদের ভাবাবেগ নিয়ে খেলা করে থাকে। পাহাড়ের নিরীহ মানুষ ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন।

সুদীপ ওইদিন আইপিএফটি-কে নিশানা করে বলেছিলেন, তিপরাল্যান্ডের শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসে বিজেপির জোট শরিক ওই দল প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। এখন নতুন নাম জুড়ে দিয়ে তিপরা মথা গ্রেটার তিপ- ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের সাথে জোটের পক্ষে সায়

আসন নিয়ে দুই দলের মধ্যে চলছে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাথে জোটের প্রশ্নে সিপিএম'র সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা সায় দিয়েছেন। রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে আসন রফা নিয়েও কংগ্রেসের সাথে আলোচনা চলছে। সূত্রের দাবি, ২০টির বেশি আসন কংগ্রেস সিপিএম'র কাছে চেয়েছে।

মঙ্গলবার সিপিএম'র রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই এই বৈঠকে কংগ্রেসের সাথে জোট নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাথে জোটের প্রশ্নে সিপিএম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃত্ব রাজ্যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কংগ্রেসের হাত ধরতে চাইছেন। আজকের বৈঠকে সিপিএম'র সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সমস্ত সদস্যই এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের দাবি, কংগ্রেসের সাথে জোটের প্রশ্নে এদিন বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। অনেকেই এই ইস্যুতে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁরা কংগ্রেসের সাথে জোট নিয়ে আপত্তির পক্ষে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তাঁদের মতে, আদর্শগত ফারাকের কারণে কংগ্রেসের সাথে জোটে যাওয়া বুমেরাং হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেসের হাত ধরে আখেরে ক্ষতিই হবে। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃত্ব কংগ্রেসের সাথে জোটে আপত্তি নেই বলে জোরালো দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যে এখন সিপিএম'র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সাথে হাত না ধরা হলে ভোট ভাগাভাগির ফায়দা শাসক দল বিজেপি তুলে নেবে। ফলে, যে কোন মূল্যে ভোট ভাগাভাগি আকাতেই হবে। এক্ষেত্রে তাঁরা উপনির্বাচনে সুরমা কেন্দ্রের ফলাফল উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

এদিকে, সিপিএম রাজ্য কমিটির আজকের বৈঠকে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। কংগ্রেসের সাথে আসন রফা নিয়েও আলোচনা চলছে। সূত্রের দাবি, কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে ২০টির বেশি আসন চেয়েছে। কিন্তু, আসন রফা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, কংগ্রেসের প্রস্তাবে সিপিএম রাজি থাকবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কংগ্রেস ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন খুব শীঘ্রই ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা দিতে চলেছে। ফলে, সমস্ত রাজনৈতিক দল আদা জল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। শাসক দল বিজেপি জনগণের মন পেতে জনবিশ্বাস যাত্রা নিয়ে সারা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী দল সিপিএম এবং কংগ্রেস জোট গঠনে তৎপরতা দেখাচ্ছে। আখেরে কংগ্রেস ও সিপিএম'র জোট রাজ্যবাসী কতটা মেনে নেবে, ইতিমধ্যেই সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ, দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেসের সাথে সিপিএম'র মিতালির অভিযোগ উঠেছে। পরোক্ষে কংগ্রেস-সিপিএম'র আঁতাত রয়েছে এই অভিযোগ ২০১৮'র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বাড়তি মাইলেজ দিয়েছে। রাজ্যের মানুষ ২০১৮'র নির্বাচনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঃবঙ্গে সিপিএমের বীভৎসতা ত্রিপুরায় মনে করালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের বীভৎসতা দেখেছি। ত্রিপুরার মানুষও সিপিএমের রাজত্বে সেই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তাঁদের একটি বুথেও মাথা তুলতে দেবেন না। আজ মঙ্গলবার সিপাহিজলা জেলায় চড়িলামে জনবিশ্বাস যাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় অংশ নিয়ে এভাবেই ত্রিপুরবাসী-কে সতর্ক করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি আজ ত্রিপুরার মানুষের কাছে স্মৃতির পাতা উল্টে পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানায় নন্দীগ্রাম, মরিচঝাপি, নানুড়-র নর হত্যার কাহিনী মনে করিয়েছেন। তাঁর আবেদন, ওই সিপিএম-কে ত্রিপুরায় সুযোগ দেবেন না।

এদিন তিনি বলেন, ১৯৮৮ সাল থেকে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। সিপিএমের বীভৎসতা দেখেছি। ত্রিপুরার মানুষেরও বাম জমানার কালো দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর দাবি, সিপিএম নিজের দল ছাড়া কিছুই বোঝে না। রাজনৈতিক রঙ বিচার না করে কোন কাজ করে না। তাই, লাল পার্টিকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো গর্তে লুকিয়ে রয়েছে, বিদ্রুপের সুরে বলেন তিনি।

শুভেন্দুর বক্তব্য, ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদের একটি বুথেও মাথা তুলতে দেবেন না। তাঁর কটাক্ষ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-কে ডাইনি এবং কংগ্রেস-কে বুর্জোয়া দল বলত সিপিএম। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে সেই কংগ্রেসের সাথে জোট বেঁধেছে সিপিএম। তাই, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ওই দুই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাঁর পরামর্শ, কংগ্রেস-সিপিএমের সুবিধাবাদ ও বুর্জোয়া জোট থেকে সাবধানে থাকবেন। ত্রিপুরায় পাঁচ বছরে উন্নয়নের আগামী পাঁচ বছরে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বিজেপি।

তাঁর দাবি, সারা দেশে পরিবারবাদ, জাতপাত এবং তোষণের রাজনীতি খতম করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার বদলে শৌচালয়, স্বচ্ছ ভারত, বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার, আবাস যোজনায় ঘর, কিষাণ সম্মান নিধি এবং প্রতি ঘরে জল পৌছে দিয়েছেন তিনি। তিনি আওয়াজ তুলেন, ত্রিপুরায় আবারও ডাবল ইঞ্জিনের সরকারই দরকার।

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার সাড়ে চার বছরে উন্নয়নের ভিত তৈরি করেছেঃ কিরেণ রিজিজু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার সাড়ে চার বছরে উন্নয়নের ভিত তৈরি করেছে। আগামী পাঁচ বছরে তাঁর পরিণাম দেখা যাবে। আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরায় সিপাহিজলা জেলায় চড়িলামে বিজেপির জনবিশ্বাস যাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় একথা বলেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তাঁর কথায়, দেশে কংগ্রেসের জমানায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল নানাভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এই অঞ্চলে উন্নয়ন গতি পেয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপি প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ, সর্বত্রই কংগ্রেস এবং ত্রিপুরায় সিপিএমের রাজত্ব ছিল। কিন্তু, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরও ভাগ্য বদলাতে শুরু করেছে। তেমনি, ত্রিপুরায় গত সাড়ে চার বছরে পরিবর্তন আমার বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

তাঁর কথায়, বিজেপি সংসদে বিরোধী থাকাকালীন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য চিতার করেছি। সংসদের ভেতরে এবং বাইরে আওয়াজ তুলেছি। কিন্তু, সংসদে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব অতি সামান্য হওয়ায় কেন্দ্রের শাসক আমাদের আওয়াজ কানে তুলতেন না। তাঁরা আমাদের দিকে মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু, এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সারা দেশের তুলনায় অধিক গতিতে এগিয়ে চলেছে।

তাঁর দাবি, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাফ জানিয়েছিলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এগিয়ে গেলেই দেশ এগুবে। তাই সমস্ত প্রকল্প প্রথমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিরন্তর কাজ করে চলেছেন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী এদিন ক্ষোভের সুরে বলেন, অতীতে উগ্রপন্থার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনএসইউআই'র পর্য্যবেক্ষকের অভিযোগ

এক লক্ষ বেকারের চাকুরী দেয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি অসমের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। অসমে ১ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি মুখ্যমন্ত্রী ড.হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাই, ত্রিপুরার বেকারদের প্রলোভনে পা না দেওয়ার জন্য সাবধান করেছেন এনএসইউআই পর্যবেক্ষক নীহার সাইকিয়া। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সাথে বসেই ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সুর চড়িয়েছেন এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায়।

প্রসঙ্গত, আসন্ন বিধানসভা নিবার্চনকে সামনে রেখে সর্বভারতীয় এনএসইউআই সভাপতির নেতৃত্বে পর্যবেক্ষক হিসেবে রাজ্যে এসেছেন নীহার সাইকিয়া। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ এনএসইউআই-র সভাপতি সম্রাট রায় বলেন, রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে পড়াশুনা লাটে উঠেছে। কলেজগুলিতে চলছে সন্ত্রাস। মহাবিদ্যালয়ে চলছে চাঁদার জুলুমবাজী। তাই ছাত্র ও যুবকরা আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করবে না।

এদিন নীহার সাইকিয়া অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বিযোদ্গার করেছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমের বেকারদের আশ্বাস দিয়েছিল ১ লক্ষ চাকরি দেবেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পূরন করেননি। তাই ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা সতর্ক হোন।

আগরতলা বইমেলা ২৪ মার্চ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। আগামী ২৪ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ৪১তম আগরতলা বইমেলা। ২৪ মার্চ বিকেলে বইমেলার উদ্বোধন হবে। ৪১তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রত্যেকের মতামত নিয়ে বিগতদিনের চাইতে সুন্দর ও সফলভাবে এই মেলা আয়োজন করা হবে। এই মেলাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ সহ দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকেও যাতে প্রকাশনা সংস্থা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে সেজন্য দপ্তর এবং বইমেলার বিভিন্ন কমিটিকে সদর্থক মনোভাব নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস ৪১তম আগরতলা বইমেলা আয়োজনের একটি প্রাথমিক খসড়া সকলের সামনে তুলে ধরেন।

সভায় ৪১তম আগরতলা বইমেলা সফল করে তুলতে একটি আয়োজক কমিটি ও একটি পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়াও সভায় সেমিনার, কবি সম্মেলন, ক্যুইজ, স্মরণিকা, সাংস্কৃতিক, কনস্ট্রাকশন, ডেকোরেশন অ্যাণ্ড স্টল ডিস্ট্রিবিউশন, ফিনান্স, অ্যাওয়ার্ড, ভলান্টিয়ার ও মিডিয়া সাবকমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই আয়োজক কমিটি, পরিচালন কমিটি ও অন্যান্য সাবকমিটিগুলি প্রয়োজনে সংশোধন করা হবে। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষের আশীর্বাদের বিশ্বাস রেখেছে বিজেপি : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। ২০১৮ সালে মানুষ বিজেপি-কে আশীর্বাদ দিয়েছেন। সেই আশীর্বাদের বিশ্বাস বিজেপি রেখেছে। তাই, এই জনবিশ্বাস যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলেছেন।

মঙ্গলবার বিজেপির জন বিশ্বাস রথ যাত্রা খোয়াই জেলায় এসে পৌছেছে। কমলপুর থেকে এই জন বিশ্বাস রথ যাত্রা খোয়াই পৌছেছে। জন বিশ্বাস রথ খোয়াই পৌঁছানোর পর এইদিন খোয়াই-র মোহর মঞ্চে বিজয় সংকল্প জনসভার আয়োজন করা হয়েছে।

বিজয় সংকল্প জন সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা, বিজেপির নির্বাচনী প্রবাহী ডাক্তার মহেন্দ্র সিং, প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক অমিত রক্ষিত, বিজেপি খোয়াই মন্ডলের সভাপতি সুব্রত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন বিশ্বাস যাত্রায় অংশ নিতে আজ আসছেন মিঠুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। বুধবার তেলিয়ামুড়ায় বিজেপির জনবিশ্বাস যাত্রায় সামিল হচ্ছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা মিঠুন চক্রবর্তী। ওইদিন তেলিয়ামুড়ায় আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি। এজন্য চলেছে ব্যাপক প্রস্তুতি। বিজেপির তারকা প্রচারের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে।

বিজেপি জনবিশ্বাস যাত্রার রথ ১০ জানুয়ারি তেলিয়ামুড়ায় এসে পৌছেছে। ১১ জানুয়ারি সকাল ১০ টায় তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্র তথা টাউন হলের প্রাঙ্গণে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই জনসভায় উপস্থিত থাকবেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী। আজ মিঠুন চক্রবর্তীর সভার প্রস্তুতি সরোজমিনে খতিয়ে দেখতে আসেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিআরটিসি'র কর্মচারীরাও পাবেন ১২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারীদের মতোই টিআরটিসি-র কর্মচারীরাও ১২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সুবিধা পাবেন। মঙ্গলবার ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়েছেন। মূলত, টি.আর.টি.সি-র পরিচালন পর্ষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ১৭৯ তম পরিচালন পর্ষদের সভায় মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি সহ আরও কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এদিন অভিজিৎ বাবু জানিয়েছেন, ত্রিপুরার সকল ছাত্রছাত্রী এবং বিকলাঙ্গদের স্বার্থে টিআরটিসি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলামে বিজেপি'র জন বিশ্বাস যাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় পঃবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

চাঁদা নিয়ে সিপিএমকে বিঁধলেন বিপ্লব ও জিষ্ণু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারী।। সিপিএম ইংরেজদের থেকেও বড় চাঁদাবাজ। ত্রিপুরায় ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এখন প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরছে। আজ সিপাহিজলা জেলায় চড়িলামে জনবিশ্বাস যাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় এভাবেই সিপিএম-কে বিঁধেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। একই সুরে এদিন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মাও তোপ দাগেন। তাঁর দাবি, সিপিএম এখন চাঁদা চাইতে সাহস করেনা। বরং অনলাইনে চাঁদা দিয়ে দাও, কাতর সুরে তাঁরা এই আবেদন করছে।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সিপিএমের জমানায় সমস্ত অংশের মানুষের চাঁদা দিতে হতো। সিপিএম ইংরেজদের থেকেও বড় চাঁদাবাজ ছিল। কিন্তু, ২০১৮ সালে বিজেপি তাঁদের থেকে ত্রিপুরাবাসী-কে মুক্তি দিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সিপিএম এখন প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরছে। এখন তাঁরা অনলাইনে চাঁদা চাইছেন। বিপ্লবের দাবি, মানুষের উপকারে নয়, নির্বাচনে নিজেদের দলকে জেতাতে তহবিল সংগ্রহে নেমেছে সিপিএম।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার যোগ্য নেতৃত্বে চড়িলামে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। সরল ব্যক্তিত্ব জিষ্ণু দেববর্মা জাতপাত মানেন না। তাঁর উদার মানসিকতার জন্যই চড়িলামের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এদিন বিপ্লব কুমার দেব জোর গলায় দাবি করেন, ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইতিহাস সৃষ্টি হবে।

আজ উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চড়িলামের ফলাফল দেখে বিরোধীরা বিদ্রুপ করে বলছেন, পরিস্থিতির কারণে ২৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজেপির জয় হয়েছে। এবার প্রমাণ করব, পরিস্থিতি যেমনই হোক, ফলাফল এমনই হবে। তাঁর কথায়, কিছুদিন আগে ফুটবল নিয়ে মাঠে নেমে খেলা হবে ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। পুর নির্বাচনে গোল খেয়ে দোকান গুটিয়ে ফেলেছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকারের আমলে একটিও কেলেঙ্কারি হয়নি। বাম জমানায় জিতেন্দ্র চৌধুরী কিছুদিন বেশি মন্ত্রিসভায় থাকতেন তাহলে আদার সাথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ৯১ ◘ ১১ জানুয়ারি ২০২৩ইং ◘ ২৬ পৌষ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক দলগুলির অর্থভাণ্ডার স্ফীত হইতেছে

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির অর্থভাণ্ডার দিনের পর দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে রাজনৈতিক দলগুলির স্বচ্ছতা নিয়া সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠিছে শুরু করিয়াছে। যেসব রাজনৈতিক দল কেন্দ্রে কিংবা রাজ্যে ক্ষমতার মসনদে রহিয়াছে সেইসব রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রভাব খাটাইয়া অর্থভাণ্ডার মজবুত করিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। এখনো পর্যন্ত যেসব তথ্য মিলিয়ে আছে তাহাতে দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিজেপি দল তাহাদের অর্থভাণ্ডার স্ফীত করিয়াছে। তাহাদের অর্থভাণ্ডার অন্যান্য সবকটি রাজনৈতিক দলের অর্থভাণ্ডারের চাইতে অনেক বেশি। প্রতিবছর ওই নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের অর্থ ভান্ডারের হিসাব ও উৎস পেশ করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের কাছে তাহাদের হিসেব নিকেশ পেশ করিয়াছে। তাহাতে যে তথ্য বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহাতে দ্রুত অর্থভাণ্ডার স্ফীত হইয়াছে।সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে শনিবার। সেই রিপোর্ট জমা পড়িয়াছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে। তাহাতে রোজগার বৃদ্ধিতে তাক লাগাইয়া দিয়াছে বাংলার শাসকদল। বিশেষত ইলেক্টোরাল বন্ড বাবদ যে আয় হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে অডিট রিপোর্টে তাহার বৃদ্ধি প্রায় ৯৬ শতাংশ। তাহাদের বার্ষিক অডিট রিপোর্টে জানাইয়াছে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে দলের মোট আয় হইয়াছিল ৫৪৫.৭৪ কোটি টাকা। তাহার মধ্যে ইলেক্টোরাল বন্ড থেকে আয়ের পরিমাণ ৫২৮.১৪ কোটি। আগের অর্থবর্ষে এই অঙ্ক ছিল ৪২ কোটি টাকা।অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে ইলেক্টোরাল বন্ড থেকে আয় ৪২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৫২৮.১৪ কোটি টাকা। তাহা ছাড়া দল চালানোর খরচও বাড়িয়াছে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে তৃণমূলের অডিট রিপোর্টে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দলটির খরচ হইয়াছিল ১৩২.৫২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ২৬৮.৩৩ কোটি টাকা।বাংলায় এক দশকের বেশি সময় তৃণমূল ক্ষমতায় রহিয়াছে। অনেকের মতে, এই অঙ্ক বিরাট কিছু না। ক্ষমতায় না থাকা সিপিএমের শুধু বাংলার স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি যোগ করিলে তাহা একটা কর্পোরেট সংস্থার সম্পত্তির সমান হইয়া যাইবে।রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের উৎস নিয়া স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিতে ইলেক্টোরাল বন্ড চালু হইয়াছে। যদিও এই প্রক্রিয়াকে অনেকে ক্ষমতার তহবিলে কর্পোরেটের প্রণামী বলিয়া সমালোচনাও করেন। তবে গত কয়েক বছর ধরিয়াই ইলেক্টোরাল বন্ডে বিজেপির ধারেকাছে কেউ নাই। মোদী-শাহের দল কার্যত প্রাচুর্যের চূড়ায় বসিয়া রহিয়াছে। এখন দেখার এবারের অডিট রিপোর্টে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএমের মতো দলগুলো কী তথ্য জানায় সেটাই দেখার বিষয়। শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের নয় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেভাবে অর্থভাণ্ডার স্ফীত করিতেছে তাহাতে রাজনীতির ময়দানে অর্থের ছড়াছড়ি আরো বাড়িবে বলিয়াই মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞ মহল। জনমত নিজেদের করায়ত্ব করিবার জন্য রাজনৈতিক দল গুলি যেভাবে অর্থের ছড়াছড়ি শুরু করিয়াছে তাহাতে জনগণের প্রকৃত মতাধিকার প্রয়োগ নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলির মূল লক্ষ্য হইল ক্ষমতার মসনদ দখল করা। ক্ষমতার মসনর দখল করিবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে অর্থভাণ্ডার উজার করিয়া জনগণের রায় আদায় করিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তাহা গণতন্ত্রের পক্ষে কাঙ্খিত নয় বলিয়াই বিভিন্ন মহল হইতে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকিলে গণতন্ত্র কলঙ্কিত হইবে। গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করিবার প্রয়োজনেই এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে।

আদিবাসী আন্দোলনে উত্তাল দুর্গাপুর ও কাঁকসা

দুর্গাপুর, ১০ জানুয়ি (হি. স.) : পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড, প্রতি জেলায় সাঁওতালি কলেজ, স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, শারি ধর্ম কোর্ট বিল পাস সহ ১৫ দফা দাবীতে আদিবাসী আন্দোলনে উত্তাল রাজ্য। সারা রাজ্যের সঙ্গে দুর্গাপুর ও কাঁকসায় চাক্কা জ্যাম সড়ক অবরোধে সামিল হল আদিবাসীরা। বুধবার ১৯ নং জাতীয় সড়কের দুর্গাপুর ডিভিসি মোড়ে, পানাগড় - মোরগ্রাম সড়কের ওপর কাঁকসার ১১ মাইলে সড়ক অবরোধ করল ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল সংগঠন। তার জের অবরূদ্ধ হয়ে পড়ে দক্ষিনবঙ্গের দুই গুরুত্বপূর্ন সড়ক। যানজটে আটকে পড়ে যাত্রীবাহি বাস থেকে সমস্ত রকম যান। আদিবাসীদের অবরোধের জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারন মানুষ।বুধবার সকাল সাড়ে নটা থেকে কাঁকসার ১১ মাইল মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের কর্মী সমর্থকরা। রাস্তার ওপর সিধু-কানহুর ছবি বসিয়ে পূজার্চনা শুরু করে। রাস্তার ওপর তীর-ধনুক নিয়ে বসে পড়ে আদিবাসী পরিবারের লোকজন। বিস্তীর্ন কাঁকসা, আউশগ্রাম জঙ্গলমহলের কয়েক''শ লোক জমায়েত হয় সেখানে।সংগঠনের পক্ষে জয়দেব মুর্মু, ভরত হেমব্রম, সঞ্জয় হেমব্রম প্রমুখ জানান,' সাঁওতালি ভাষায় পৃথক শিক্ষা বোর্ড গঠন করতে হবে। রাজ্যের সব স্কুলে সাঁওতালি ভাষায় স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। প্রতি জেলায় সাঁওতালি ভাষায় কলেজ তৈরী করতে হবে। এস-এটি দের জাল শংসাপত্র প্রদানে আরও কঠোর হাতে দমন করতে হবে।' অবরোধকারী কর্মীরা আরও বলেন,' শারি ধর্ম কোট বিল ২০০৩ সাল থেকে লিপিবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। ওই বিল পাস করতে হবে। ২০০৬ সালের অনধিকার আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্প্রতিক কালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আদিবাসী বহু অসহায় প্রকৃত প্রাপকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তার সঠিক মূল্যায়ন করে বাস্তবায়িত করতে হবে। পাঁচামীতে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে কয়লাখনি করা চলবে না।' অবরোধকারীদের দাবী, আমাদের দাবী না মানলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।' এদিন অবরোধের জেরে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিনবঙ্গের যোগাযোগের গুরত্বপূর্ন ওই সড়ক অচল হয়ে পড়ে। আটকে পড়ে সমস্তরকম যাত্রীবাহি বাস ও অন্যান্য গাড়ি। একইরকমভাবে বেলা গড়াতেই ১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর দুর্গাপুর ডিভিসি মোড়ে অবরোধ করে আদিবাসীরা। ফলে ওই দুই গুরুত্বপূর্ন সড়কে অবরোধের যেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।যাত্রীবাহী বাস রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ার ফলে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। চরম দুর্ভেগ ও ভোগান্তির শিকার হয় সাধারন মানুষ।আদিবাসীদের অবরোধের জেরে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। হয়রানির শিকার হওয়া মানুষের দাবি,' রাস্তা অবরোধ করে কোনো আন্দোলন সফল হয় না।' তবে অগত্যা অনেকেই পায়ে হেঁটে নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

নিউটনের জীবন ও বিজ্ঞান

প্রদীপ দেব

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে অনেক বৈজ্ঞানিক ধারণা। পদার্থবিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে যাঁর হাত দিয়ে, তাঁর নাম আইজ্যাক নিউটন। আলবার্ট আইনস্টাইন নিউটন সম্পর্কে বলেছিলেন, প্রকৃতি তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। প্রকৃতির রহস্য নিউটনের মতো করে আর কেউ এতটা উন্মোচন করতে পারেননি। নিউটনের হাত দিয়েই আমরা পেয়েছি আলো এবং বর্ণের সম্পর্ক, মহাকর্ষ বলের গাণিতিক সূত্র ও গতির সূত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিউটনের গতিবিদ্যা প্রয়োগ করার পর বিগত কয়েক হাজার বছরের চেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই। গণিতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা ক্যালকুলাসের উৎপত্তি ও বিকাশের অন্যতম নায়ক ছিলেন আইজ্যাক নিউটন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সর্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাগুলোর একটি নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা, যেখান থেকে আমরা পেয়েছি চিরায়ত বলবিজ্ঞান (যাকে আমরা নিউটনীয় বলবিজ্ঞান বলি), গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর মধ্যে মহাকর্ষ বলের সূত্র এবং মহাবিশ্বের গতির গাণিতিক অবকাঠামো।

আইজ্যাক নিউটনের জন্ম ১৬৪২ সালের ক্রিসমাসের দিন, অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের লিংকনশায়ার থেকে সাত মাইল দক্ষিণে কোলসটারওয়ার্থ গ্রামের 'উলসথর্প' নামের এক বিশাল ফার্ম হাউসে। সেই সময় ইউরোপের সব জায়গায় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয়ে গেলেও ইংল্যান্ডে ১৭০০ সাল পর্যন্ত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয়নি। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের তারিখ থেকে ১০ দিন পিছিয়ে ছিল ইংল্যান্ডের জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। সে হিসাবে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিউটনের জন্মতারিখ হয় ৪ জানুয়ারি ১৬৪৩। তারিখের হিসাবে এই গন্ডগোল অবশ্য নিউটনের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেনি।

কেমব্রিজ থেকে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমের গ্রামটি তুলনামূলকভাবে নতুন। নিউটনের পূর্বপুরুষেরা এখানে এসেছিলেন ১৫০০ সালের দিকে। 'নিউটন' তখন কোনো নির্দিষ্ট পরিবারের পদবি ছিল না। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় নতুন শহরের গোড়াপত্তন হচ্ছিল সেই সময়। নতুন শহরে এসে অনেকেই তখন 'নিউটন' পদবি গ্রহণ করেছিলেন। নিউটাউন থেকে নিউটন শব্দটির উৎপত্তি। নিউটনের দাদা রবার্ট নিউটন জন্মেছিলেন আনুমানিক ১৫৭০ সালে। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি কিছু কৃষিজমির মালিক হয়েছিলেন। ১৬০৬ সালে রবার্ট নিউটনের ছেলে আইজ্যাক নিউটনের জন্ম হয়। পরিবারে তখনো লেখাপড়ার কোনো চল ছিল না। পিতা-পুত্র দুজনই নিরক্ষর। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে রবার্ট ক্রমে আরও অনেক জমির মালিক হন এবং ১৬২৩ সালে উলসথর্পের 'লর্ড অব দ্য ম্যানর' হয়ে গেলেন। জমিজমাসহ বিশাল বাড়ির মালিক এবং লর্ড হয়ে নিউটন পরিবারের অর্থনৈতিক সম্মান অনেক বেড়ে গেল। এবার রবার্ট নিউটন ঠিক করলেন, শিক্ষিত ভদ্রলোকের পরিবারে ছেলের বিয়ে দিয়ে পরিবারের সামাজিক সম্মান বাড়াবেন। ১৬৩৯ সালে জেমস আয়াসকফের কন্যা হ্যানা আয়াসকফের সঙ্গে আইজ্যাক নিউটনের বাগদান সম্পন্ন হয়। কিন্তু রবার্ট নিউটনের শরীর ভালো যাচ্ছিল না বলে বিয়ে পিছিয়ে দিতে হয়। ১৬৪১ সালে রবার্ট মারা যান। তার মাস ছয়েক পর ১৬৪২ সালের শুরুর দিকে হ্যানা ও আইজ্যাকের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের ছয়-সাত মাস পরেই হঠাৎ মৃত্যু হয় আইজ্যাক নিউটনের। হ্যানা তখন সন্তানসম্ভবা। ১৬৪২ সালের ২৫ ডিসেম্বর হ্যানা খুব রোগা এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই সন্তান তাঁর বাবাকে কোনো দিন দেখেননি। বাবার নাম অনুসারেই তাঁর নাম রাখা হয় আইজ্যাক নিউটন।

সময় হওয়ার আগেই জন্ম নেওয়া রুগ্ন শিশুটিকে অনেক যত্নে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন হ্যানা। কিন্তু তিনি খুবই বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি জানেন, এত বড় ফার্ম তিনি একা সামলাতে পারবেন না। সব দেখাশোনা করার জন্য শক্ত অভিভাবক দরকার। ১৬৪৫ সালে হ্যানা ৬৩ বছর বয়সী প্রভাবশালী রেভারেন্ড বারনাবাস স্মিথকে বিয়ে করে নর্থ উইথামে চলে যান।

হ্যানা তাঁর তিন বছর বয়সী শিশু আইজ্যাক নিউটনকে রেখে যান তাঁর বাবা---মায়ের কাছে। নানা-নানির কাছে আদরযত্নের অভাব না থাকলেও মাতৃস্নেহের অভাবে এবং সৎবাবার প্রতি আক্রোশে খুবই বদরাগী শিশু হিসেবে বড় হতে থাকেন আইজ্যাক। তাঁর কোনো বন্ধু ছিল না। একা একা বড় হতে থাকেন তিনি।

হ্যানার ভাই উইলিয়াম কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছিলেন। তাঁদের পরিবার শিক্ষিত। আইজ্যাক নিউটনকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু তা---ও বেশ দেরিতে। ১২ বছর বয়সে নিউটনকে বাড়ি থেকে সাত মাইল দূরে গ্রান্থাম গ্রামের কিং স্কুলে ভর্তি করানো হয়। ক্লার্ক নামের একজন ফার্মাসিস্টের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। অনেকটা যন্ত্রের মতো সেখানে বাস করেন নিউটন। স্কুলেও তাঁর কোনো বন্ধু হয়নি। তিনি কারও সঙ্গেই মেশেন না। লেখাপড়া নিজে নিজেই করেন। হাতের কাজে বেশ দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

এদিকে ১৬৫৬ সালে নিউটনের মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হয়। দুটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান নিয়ে নিউটনের বাবার ফার্মেই ফিরে আসেন হ্যানা। দ্বিতীয় স্বামীর বিষয় সম্পত্তির মালিকও হন তিনি। ফার্ম আরও বড় হয়। তাঁর মনে হলো, বড় ছেলে নিউটনকে নিজের কাছে এনে ফার্মের কাজে লাগিয়ে দেবেন। ১৬৫৮ সালে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিউটনকে ফার্মে নিয়ে আসেন তিনি। নিউটন ফার্মের কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারেন না। মায়ের কাছে এলেও মায়ের প্রতি কোনো টান অনুভব করা তো দূরের কথা, বরং আক্রোশে জ্বলতে থাকেন তিনি। মামার পরামর্শে নিউটনকে আবার স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে থেকে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তৈরি হতে থাকেন।

১৬৬১ সালে ১৯ বছর বয়সে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন নিউটন। তাঁর সহপাঠীরা সবাই বয়সে তাঁর চেয়ে তিন---চার বছরের ছোট। ট্রিনিটি কলেজের বেতন আর হোস্টেলের ফি মেটানোর জন্য নিউটনকে একটা অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দেওয়া হয়। তার বদলে তাঁকে সিনিয়র ছাত্রদের ফাইফরমাশ খাটতে হতো। স্কলারশিপ পেলে এ ধরনের কোনো কাজ করতে হয় না। নিউটন চেষ্টা করলেন ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষায় ভালো করে সেকেন্ড ইয়ারে একটা স্কলারশিপ জোগাড় করার। কিন্তু তিনি সিলেবাসের পড়াশোনা বাদ দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো পড়াশোনা করছিলেন। সে সময় ইউরোপের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর কেপলারের নতুন তত্ত্বগুলো পড়ানো শুরু হয়ে গেলেও কেমব্রিজের পড়াশোনা তখনো অ্যারিস্টটলের পৃথিবীকেন্দ্রিক পদার্থবিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছিল। নিউটন নিজে নিজে নতুন তত্ত্বগুলো পড়তে শুরু করেছিলেন। ফলে ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষায় জ্যামিতিতে ফেল করলেন। তখন কেমব্রিজের শিক্ষকেরা ভাবতেও পারেননি, জ্যামিতিতে ফেল করা এই ছেলেটাই কয়েক বছরের মধ্যে মহাবিশ্বের নতুন জ্যামিতি সৃষ্টি করবেন।

২

১৬৬৫ সালে ইংল্যান্ডে বুবোনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রায় ৭৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় প্লেগে। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে যায় দুই বছরের জন্য। ১৬৬৫-৬৬এই দুই বছর নিউটন তাঁদের উলসথর্পের ফার্মে কাটান। এই দুই বছরের নিভৃতবাসের সময় তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর যুগান্তকারী সূত্রগুলো। তিনি আবিষ্কার করেন ক্যালকুলাস, আলোর প্রকৃতি, মহাকর্ষ সূত্র। গ্যালিলিও এবং কেপলারের প্রকাশিত গবেষণার ওপর বিস্তারিত কাজ করেন তিনি। এই দুই বছরে তিনি যত কিছু আবিষ্কার করেছেন, সেগুলোই পরবর্তী ২০০ বছর ধরে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের পাঠে এবং গবেষণায়। কিন্তু এসব আবিষ্কারের কথা অপ্রকাশিতই ছিল পরবর্তী ২২ বছর। ১৬৮৭ সালে প্রিন্সিপিয়া প্রকাশিত হওয়ার পরে সবাই জানতে পারে নিউটনের আবিষ্কার সম্পর্কে।

১৬৬৭ সালে আবার কেমব্রিজে ফিরলেন নিউটন, অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে। এবার একটা স্কলারশিপ পেলেন তিনি। ১৬৬৩ সালে কেমব্রিজে লুকাসিয়ান প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্লামেন্ট মেম্বার হেনরি লুকাস এই পদের জন্য তদবির করেছেন এবং ১৬৬৪ সালে রাজা দ্বিতীয় চার্লস আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদের সূচনা করেন। প্রথম লুকাসিয়ান প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ পেলেন আইজ্যাক ব্যারো। ব্যারো নিউটনকে খুবই পছন্দ করতেন। আইজ্যাক ব্যারোর সংস্পর্শে এবং সহায়তায় আইজ্যাক নিউটন কেমব্রিজে স্থায়ী পদ লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি ডিগ্রি অর্জন করে ফেলেছেন। সে সময় কেমব্রিজে ভর্তি হলেই একটা নির্দিষ্ট সময় পর ডিগ্রি দিয়ে দেওয়া হতো। আইজ্যাক ব্যারো ট্রিনিটি কলেজের মাস্টার এবং রাজকীয় পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর লুকাসিয়ান প্রফেসরের পদটা নিউটনকে দিয়ে দেন। আইজ্যাক নিউটন ১৬৬৯ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির লুকাসিয়ান প্রফেসর পদে যোগ দেন। পরবর্তী ৩৩ বছর তিনি সেই পদে কাজ করেছেন।

> ১৬৬১ সালে ১৯ বছর বয়সে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন নিউটন। তাঁর সহপাঠীরা সবাই বয়সে তাঁর চেয়ে তিন—চার বছরের ছোট। ট্রিনিটি কলেজের বেতন আর হোস্টেলের ফি মেটানোর জন্য নিউটনকে একটা অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দেওয়া হয়। তার বদলে তাঁকে সিনিয়র ছাত্রদের ফাইফরমাশ খাটতে হতো। স্কলারশিপ পেলে এ ধরনের কোনো কাজ করতে হয় না।

লুকাসিয়ান প্রফেসর হিসেবে নিউটন প্রথম লেকচার দেন ট্রিনিটি কলেজে ১৬৭০ সালের জানুয়ারিতে। মাত্র কয়েকজন ছাত্র আগ্রহী ছিলেন তাঁর লেকচার শোনার ব্যাপারে। নিউটন তখন আলোকবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। লুকাসিয়ান লেকচারে তিনি সেসব তত্ত্বই আলোচনা করছিলেন। কিন্তু কোনো ছাত্রই আগ্রহী হননি তাঁর লেকচারে। প্রথম লেকচারে কয়েকজন উপস্থিত থাকলেও দ্বিতীয় লেকচারে কেউ উপস্থিত হননি। নিউটন খালি থিয়েটারেই লেকচার দিলেন। পরবর্তী ১৭ বছর ধরে নিউটন লুকাসিয়ান লেকচার দিয়েছেন খালি থিয়েটারে। প্রফেসর হিসেবে খুবই অবহেলিত ছিলেন আইজ্যাক নিউটন। তাঁর অধ্যাপনা জীবনে মাত্র তিনজন ছাত্র তাঁর কাছে পড়তে এসেছিলেন। ছাত্র হিসেবে তাঁরা কেউই তেমন কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। নিউটনের আলোক-সংক্রান্ত গবেষণাগুলো তিনি প্রকাশ করেন অপটিকস বইয়ে, ৩০ বছর পর ১৭০৪ সালে।

নিউটন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে দক্ষ ছিলেন। আলোক পরীক্ষার জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই তৈরি করতেন। আলোক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে করতে একটি শক্তিশালী রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ তৈরি করেন তিনি। এই টেলিস্কোপের কথা রয়্যাল সোসাইটিতে জানাজানি হয়ে যায়। বিজ্ঞানী রবার্ট বয়্যালের নেতৃত্বে রয়্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬০ সালে। রয়্যাল সোসাইটির আগ্রহে নিউটন তাঁর টেলিস্কোপের একটি মডেল রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠান। পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে সর্বত্র। ১৬৭২ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ লাভ করেন নিউটন। রয়্যাল সোসাইটির নিয়ম অনুযায়ী নিউটনকে একটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিতে হয়। সেখানে তিনি অপটিকস---সংক্রান্ত তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। ১৬৬৫—৬৬ সালে প্লেগের সময় ফার্মে বসে নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন আলোর কণাতত্ত্ব। প্রিজমের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করিয়ে তিনি দেখেছেন প্রিজম থেকে বের হওয়ার সময় আলো বিভিন্ন বর্ণে আলাদা আলাদাভাবে বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লালএভাবে রংধনুর রঙে প্রতিসৃত হয়ে বের হয়। আরেকটি প্রিজমের ভেতর দিয়ে এই বর্ণালি প্রবেশ করিয়ে দেখা গেল, প্রিজমের অন্যদিকে সব কটি রং একসঙ্গে মিলে সাদা রঙের আলো বের হচ্ছে। আমরা কীভাবে রং দেখি, তার পদার্থবৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া গেল। আমরা যখন লাল দেখি, তখন লাল ছাড়া বাকি সব রং শোষিত হয়। যখন সাদা দেখি, তখন সব রঙের মিশ্রণ দেখি। আর কালো মানে সব রঙের শোষণ। কিন্তু নিউটনের গবেষণায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না রবার্ট হুক। তিনি দাবি করেন, নিউটন তাঁর মডেল অনুসরণ করে এই যন্ত্র বানিয়েছেন, সুতরাং মূল কৃতিত্ব নিউটনের নয়। ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস দাবি করলেন, নিউটন তাঁর তত্ত্ব নিয়েই কাজ করছেন। নিউটন ক্রমে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন। এই বিরোধ চলতেই থাকল পরবর্তী এক দশক ধরে। ১৬৭৯ সালে নিউটনের মা মারা যান। নিউটন একেবারেই একা হয়ে গেলেন। ছোটবেলায় মায়ের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে সমগ্র নারী জাতির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল তাঁর। সারা জীবন তিনি নারীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছেন।

১৬৮৪ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যাডমন্ড হ্যালি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নিউটনের সঙ্গে দেখা করেন। হ্যালি নিউটনকে উদ্বুদ্ধ করেন তাঁর গবেষণাকর্ম প্রকাশের জন্য। ১৬৮৪ থেকে ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত দিনরাত পরিশ্রম করে নিউটন তাঁর যুগান্তকারী বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। ১৬৮৬ সালের জুন মাসে তিনি রয়্যাল সোসাইটিতে উপস্থাপন করেন ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা। পরের বছর তিন খণ্ডে এই বই প্রকাশিত হয়। তিনি ইচ্ছা করেই বইটিতে অনেক বেশি গাণিতিক সূত্র দিয়ে ভর্তি করে ফেলেন, যেন খুব বেশি মানুষ এই বই পড়ে বুঝতে না পারে। তাঁর ধারণা ছিল, কেউ কিছু বুঝতে না পারলে সমালোচনাও করতে পারবে না। তিনি মানুষের সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না।

১৬৮০ সাল থেকে ট্রিনিটি কলেজে ভীষণ অর্থাভাব দেখা দেয়। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে ১৬৮৭ সালে আটজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। নিউটন ছিলেন সেই কমিটির অন্যতম সদস্য।

১৬৮৯ সালে নিউটন পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত হন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে। এক বছর তিনি পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন। কিন্তু কথিত আছে, এই এক বছরে তিনি একটিমাত্র বাক্য বলেছিলেন পার্লামেন্টে। একজন সহকারীকে ডেকে বলেছিলেন, 'জানালাটা খুলে দাও।'

১৬৯৩ সালে নিউটনের প্রচণ্ড মানসিক সমস্যা দেয়। প্রায় চার মাস তিনি মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভোগেন। এরপর তিনি সুস্থ হলেও আর কোনো দিন কোনো মৌলিক গবেষণা করেননি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লুকাসিয়ান প্রফেসর পদে ছিলেন ১৭০২ সাল পর্যন্ত।

১৬৯৬ সালে নিউটন ইংল্যান্ডের জাতীয় টাঁকশাল 'রয়্যাল মিন্ট'-এ গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেন। এরপর ১৭২৭ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি এখানেই ছিলেন। পদোন্নতি হতে হতে তিনি 'মাস্টার অব দ্য মিন্ট' হয়েছিলেন। টাকা জাল করা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নিউটনের দক্ষ ব্যবস্থাপনায়।

রবার্ট হুকের সঙ্গে বিরোধ চললেও ১৭০৩ সালে রবার্ট হুকের মৃত্যুর পর নিউটন রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি রাজনৈতিক এবং অন্যান্যভাবে প্রভাব খাটানোতে খুব দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ১৭০৩ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদ ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি কখনো কোনো প্রেস কনফারেন্স বা ঘোষণাপত্র পাঠ করেননি। জনসমাবেশে কিছু বলতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না।

১৭০৫ সালে নিউটন নাইটহুড লাভ করেন। তাঁর আগে আর কোনো বিজ্ঞানী এই সম্মান পাননি।

৩

নিউটনকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি। নিজের সমালোচনা একটুও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বন্ধু বলতে তেমন কেউ ছিলেন না। যাঁদের বন্ধু মনে করতেন, তাঁরাও যদি তাঁর পক্ষে কথা না বলতেন, তাহলে তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিতেন।

নিউটনের প্রিন্সিপিয়া পদার্থবিজ্ঞানে সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনাগুলোর একটি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই রচনা প্রকাশ করে বিখ্যাত হওয়ার পরেই তিনি প্রধান রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা 'অ্যাস্ট্রোনোমার রয়্যাল' জন ফ্ল্যামস্টিডের সঙ্গে ঝগড়া লাগালেন। ফ্ল্যামস্টিডের সঙ্গে নিউটনের খুবই ভালো বন্ধুত্ব ছিল। প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের যেসব তথ্য---উপাত্ত দরকার হয়েছিল, তার সব কটিই তিনি পেয়েছিলেন ফ্ল্যামস্টিডের কাছ থেকে। কিন্তু নিউটন অপ্রকাশিত ডেটা চাইলে ফ্ল্যামস্টিড তা দিতে অস্বীকৃতি জানান, ফলে নিউটনের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি কোনো কিছুতেই না শুনতে পছন্দ করতেন না।

নিউটন নিজের প্রভাব খাটিয়ে রয়্যাল অবজারভেটরির পরিচালনা পরিষদের কর্তা হয়ে গেলেন এবং ডেটা দিতে বাধ্য করলেন। শুধু ডেটা পেয়েই সন্তুষ্ট হলেন না নিউটন। তিনি ফ্ল্যামস্টিডের নাম-নিশানা মুছে দিতে চাইলেন। ফ্ল্যামস্টিড যে ডেটা সংগ্রহ করেছিলেন, তার সব কটি বাজেয়াপ্ত করা হলো। ফ্ল্যামস্টিড যেসব গবেষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য রেডি হচ্ছিলেন, সেগুলোকে ফ্ল্যামস্টিডের শত্রু অ্যাডমন্ড হ্যালির নামে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ফ্ল্যামস্টিডও ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নন। তিনি কোর্টে মামলা করলেন এবং দ্রুত কোর্ট অর্ডার পেলেন নিজের কাজের পক্ষে। ফ্ল্যামস্টিডের রচনা হ্যালির নামে প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও নিউটন দমে গেলেন না। তিনি তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ থেকে ফ্ল্যামস্টিডের সব কটি রেফারেন্স মুছে দিলেন।

নিউটন অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ ছিলেন। জার্মান দার্শনিক গটফ্রিড লিবনিজের সঙ্গে ক্যালকুলাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে বিরোধে সাংঘাতিকভাবে রেগে যান নিউটন। নিউটন আর লিবনিজ দুজনই আলাদাভাবে গণিতের এই নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নিউটন লিবনিজের আগেই এই কাজ করলেও প্রকাশ করেছেন আরও অনেক দিন পর। কিন্তু লিবনিজ প্রকাশ করেছেন নিউটনের আগে।

ক্যালকুলাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব কাকে বেশি দেওয়া হবে, এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। লিবনিজের সমর্থনে একদল বিজ্ঞানী লিখলেন, নিউটনের পক্ষে লিখছেন আরেক দল। নিউটনের বন্ধুসংখ্যা কম হলেও তিনি অন্য পথ নিলেন। নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করে লিখে তা বন্ধুদের নামে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এভাবে নিয়মিত লিবনিজবিরোধী চিঠি প্রকাশিত হতে থাকলে লিবনিজ ব্যাপারটার একটা স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে রয়্যাল সোসাইটির কাছেই বিচার দিলেন। কিন্তু লিবনিজ ভুলটা করলেন সেখানেই। নিউটন নিজেই তখন রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। তিনি 'নিরপেক্ষ' তদন্ত কমিটি গঠন করবেন বলে নিজের বন্ধুদের দিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। তাতেও শান্তি নেই তাঁর। নিজেই কমিটির রিপোর্ট লিখলেন এবং রয়্যাল সোসাইটিকে দিয়ে তা প্রকাশ করালেন। সেই রিপোর্টে লিবনিজকে সরাসরি দায়ী করা হয় নিউটনের কাজ চুরি করেছেন বলে। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে এই রিপোর্টের পক্ষে অনেক সুনাম করে বেনামে একটা চিঠিও প্রকাশ করলেন রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে। ১৭১৬ সালে লিবনিজের মৃত্যুর পর নির্লজ্জভাবে আনন্দ প্রকাশ করেন নিউটন।

১৭২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষবারের মতো রয়্যাল সোসাইটির মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেছেন নিউটন। এর এক মাস পরে ১৭২৭ সালের ২০ মার্চ ৮৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁকে রাজকীয় সম্মান দিয়ে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে সমাহিত করা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৮ বনমালীপুরে নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী।

মস্কো-গোয়া চার্টার্ড বিমানে মেলেনি সন্দেহজনক কিছুই, নিরাপদ ঘোষণা বিমানবন্দরের ডিরেক্টরের

জামনগর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): মস্কো-গোয়া চার্টার্ড বিমানে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। বিমান, যাত্রীদের ব্যাগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালানোর পরও কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই বিমানটিকে 'নিরাপদ' ঘোষণা করেছেন জামনগর বিমানবন্দরের ডিরেক্টর। জামনগরের কালেক্টর সৌরভ পারঘি জানিয়েছেন, এনসিজি, পুলিশ ও বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড নিবিড়ভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। যাত্রীদের হাত ব্যাগ, চেক-ইন ব্যাগেজ তল্লাশি চালানো হয়েছে। কিন্তু, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।
প্রসঙ্গত, বোমাতঙ্কের জেরে গুজরাটের জামনগর বিমানবন্দরে অবতরণ করে মস্কো-গোয়া চাটার্ড বিমান। ওই বিমানে ২৩৬ জন যাত্রী ও ৮ জন ক্রু মেম্বার ছিলেন। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। সমস্ত যাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে বের করে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে রাখা হয়। রাশিয়ার মস্কো থেকে গোয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল বিমানটি। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই, বিমানে বোমা আছে বলে হুমকি ফোন আসে। তার পরেই তড়িঘড়ি জামনগর বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে। যাত্রীরা সকলে সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গিয়েছে।
মস্কো-গোয়া বিমানে বোমা থাকার বিষয়ে ফোন আসে গোয়া গোয়ার এয়ার ট্রাফিক কন্টোল (এটিসি)-এর কাছে, এরপরই গোয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে সোমবার রাতে জামনগর বিমানবন্দরে বিমানটিকে অবতরণ করানো হয়। রাত ৯.৪৯ মিনিটে বিমানটি যাত্রীদের নিয়ে জামনগরে নামে।
কালেক্টর সৌরভ পারঘি জানিয়েছেন, মস্কো-গোয়া বিমানে বোমা সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছি আমরা, ওই বিমানটিকে জামনগরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বিমানে ২৩৬ জন যাত্রী এবং ৮ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন। প্রায় ৯ ঘন্টা বিমানবন্দর ঘিরে রাখে নিরাপত্তা বাহিনী। বিমান ও যাত্রীদের নিবিড় তল্লাশি করা হয়। যাত্রীদের লাগেজও চেক করা হয়। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।

কোভিড-সংক্রমণ কমে ১২১; সক্রিয় রোগীও নিরন্তর কমছে, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১২১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে একজনের মৃত্যুর পর মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭২২ জনের।
দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৩১৯-তে পৌঁছেছে।
এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৭,১৭৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। ভারতে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪, ৪৬,৮০,২১৫ জন।
এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৮২৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৪,৬৩, ৩১২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৬৯, ৫৬৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

এনএসএস জওয়ানের নিয়ে মঙ্গলবার আগরতলায় একদিবসীয় কর্মশালা আয়োজিত হয়।

তিলোত্তমায় কনকনে শীত উধাও, সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে চড়তে পারে পারদ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): পারদ চড়তেই শীতের শিরশিরানি উধাও হয়ে গেল তিলোত্তমা থেকে। তবুও হালকা ঠাণ্ডা রয়েছে, কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ। এই সপ্তাহান্তে তাপমাত্রার পারদ চড়তে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কিছুটা বেড়ে মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই ছিল, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম।
মঙ্গলবার সকালেও কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল কলকাতা ও বেশ কয়েকটি জেলা, তবে শীতের শিরশিরানি সেভাবে মালুম হয়নি। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা ঠান্ডা থাকলেও, কনকনে শীত উধাও হয়ে গিয়েছে তিলোত্তমা থেকে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়তে পারে। আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে চলতি সপ্তাহের শেষে।
আবহবিদরা জানিয়েছেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে তাপমাত্রা ফের বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে দুর্বল হয়ে এসেছে উত্তুরে হাওয়া। বদলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বাতাস রাজ্যে প্রবেশ করছে। সেই কারণেই আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা বাড়তে পারে কয়েক ডিগ্রি। সপ্তাহের শেষে জাঁকিয়ে শীত উধাও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জোশীমঠে আতঙ্ক বাড়ছেই! কর্নপ্রয়াগে বেশ কিছু বাড়িতেও এবার দেখা গেল ফাটল

জোশীমঠ, ১০ জানুয়ারি (হি.স): জোশীমঠে আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে, এবার কর্নপ্রয়াগ পৌরসভার বহুগুনা নগরে বেশ কয়েকটি বাড়িতেও ফাটল দেখা গিয়েছে। যে সমস্ত বাড়িতে ফাটল ধরেছে, ইতিমধ্যেই সেই সমস্ত বাড়ির সদস্যদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এদিকে, জোশীমঠের যে সমস্ত হোটেল ও বাড়িতে ফাটল ধরেছে, সেই হোটেল ও বাড়িগুলি মঙ্গলবার ভেঙে ফেলা হয়েছে। চামোলির জেলাশাসক জানিয়েছেন, অসুরক্ষিত জোনে থাকা বাড়িগুলিকে মার্ক করা হয়েছে, সেই বাড়িগুলি ইতিমধ্যেই খালি করে দেওয়া হয়েছে। অসুরক্ষিত ঘোষিত হওয়ার পর মঙ্গলবারই জোশীমঠের হোটেল মালারি ইন ও হোটেল মাউন্ট ভিউ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

জোশীমঠ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানি প্রত্যাখ্যান করল সুপ্রিম কোর্ট, ১৬ জানুয়ারি ঠিক হয়েছে শুনানির দিন

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): জোশীমঠ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানিতে সম্মত হল না সুপ্রিম কোর্ট। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়ে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, এ বিষয়ে শুনানি হবে আগামী ১৬ জানুয়ারি। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয়গুলি যে সুপ্রিম কোর্টেই আসতে হবে, তা উচিত নয়। সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করছে।
উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল পাহাড়ের কোলে ছোট্ট জনপদ জোশীমঠ। ১৯৩৯-এ প্রথম বার এই জনপদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ওঠে। তার পর কেটে গিয়েছে ৮৪ বছর। ছোট্ট জনপদ এখন রীতিমতো বড় শহর। কিন্তু, এই মুহূর্তে আতঙ্কের আর এক নাম জোশীমঠ! বাড়ি, হোটেল, রাস্তায় ফাটল ধরছে। গৃহহীন অসংখ্য মানুষ। এই নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, সেই আর্জি প্রত্যাখ্যান করেছে সর্বোচ্চ আদালত।

জঙ্গি সন্দেহে মধ্যপ্রদেশ থেকে ধৃত সন্দেহভাজন, পাকড়াও সিমি-র প্রাক্তন সদস্য

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে হাওড়ার দুই যুবককে গ্রেফতার করার পর আরও এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আব্দুল রকিব কুরেশি। ৩৩ বছর বয়সি আব্দুলকে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া থেকে সোমবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আব্দুলের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, একটি পেন ড্রাইভ এবং অন্যান্য এমন কিছু জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে যা, জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র প্রমাণ করে। সিমি-র প্রাক্তন সদস্য ছিল আব্দুল। মধ্যপ্রদেশ থেকে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিচালক অনীক দত্ত অসুস্থ, ফুসফুসের সংক্রমণে চিকিৎসাধীন হাসপাতালে

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পরিচালক অনীক দত্ত। মঙ্গলবার সকালে ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পরিচালককে। এই মুহূর্তে তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই সিওপিডির সমস্যা ছিল তাঁর জানিয়েছেন পরিচালকের স্ত্রী সন্ধি দত্ত। দিন কয়েক আগেই রুটিন চেকআপে চিকিৎসকের কাছে যান তিনি।
পরিবার ও ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, অনেক দিন ধরেই ফুসফুস জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন অনীক। সোমবার রাতে আচমকাই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয়। তড়িঘড়ি তাঁকে বাড়ির কাছে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই মুহূর্তে চিকিৎসা চলছে তাঁর।

বাইকুল্লা জেল থেকে মুক্তি পেলেন চন্দা কোচার, প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্তীর স্বামীও মুক্ত

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): মুম্বইয়ের বাইকুল্লা জেল থেকে মুক্তি পেলেন প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্তী চন্দা কোচার। চন্দার পাশাপাশি মঙ্গলবার জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন চন্দার স্বামী দীপক কোচারও। দীপক মুক্তি পেয়েছেন মুম্বইয়ের আর্থার রোড কারাগার থেকে। সোমবারই চন্দা ও তার স্বামীকে মুক্তির নির্দেশ দেয় বম্বে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট জানায়, আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করা হয়নি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও চন্দা কোচার এবং তার স্বামী দীপক কোচারকে।
দম্পতিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ মতো মঙ্গলবার সকালে বাইকুল্লা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন চন্দা কোচার। দীপক মুক্তি পেয়েছেন মুম্বইয়ের আর্থার রোড কারাগার থেকে। প্রসঙ্গত, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সিইও থাকাকালীন নিয়ম ভেঙে ভিডিওকন গ্রুপকে তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল চন্দার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগেই গত ২৩ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। গ্রেফতার করা হয়েছিল দীপককেও।

ব্রেক ফেল করে ফুটপাথে উঠে পড়ল বাস, দিল্লিতে ঘুমিয়ে থাকা ৩ জন আহত

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ব্রেক ফেল করে ফুটপাথের ওপর উঠে পড়ল একটি বাস। বেসামাল হয়ে পেভমেন্টে ধাক্কা মারে বাসটি। ফুটপাথে সেই সময় ঘুমিয়ে ছিলেন কয়েকজন। এই দুর্ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির রোহতক রোডে সরাই রোহিল্লা রেল স্টেশনের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারায় ক্লাস্টার বাসটি।
প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ব্রেক ফেল করার কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি। আহত অবস্থায় ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উপর্যুপরি চারবার জোরালো ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ায়, সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক ৭.৭

জাকার্তা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : পরপর চারবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোররাত ৩.১৭ মিনিট নাগাদ জোরালো কম্পন অনুভূত হয়। ইউরোপিয়ান মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৭। ইএমএসসি আরও জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাতে ইন্দোনেশিয়ার তানিমবার এলাকা ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯৭ কিলোমিটার গভীরে ছিল কম্পনের উৎসস্থল। ৩-৫ সেকেন্ড জোরালো কম্পন অনুভূত হয় প্রথম বার। তার আরও চার বার কম্পন হয়। এই সময় কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫।
৩০টি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার তানিমবার দ্বীপপুঞ্জ। ইন্দোনেশিয়ার বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সূত্রে খবর, জোরালো ভূমিকম্পে ১৫টি বাড়ি, ২টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। তবে সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পাওয়া যায়নি। শুধু ইন্দোনেশিয়া নয়, ডারউইন-সহ অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগেও এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। সেখানে সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় সময় সকাল পৌনে ৬টা নাগাদ সেই সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়েছে।

কামারহাটিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা, আহত ২

কামারহাটি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : কামারহাটিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। ঘটনায় আহত হয়েছে দু'জন। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ পানিহাটি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে একটি গ্যাস ফিলিংয়ের দোকানে এই ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিরাট পুলিশ বাহিনী।
এদিন আচমকাই একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয়রা। বিস্ফোরণের পরই চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। স্থানীয়রা গিয়ে জানতে পারেন দোকানে বিস্ফোরণ হয়েছে। ঘটনায় আহতদের সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কীভাবে বিস্ফোরণ এখনও তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, গ্যাস ফিলিংয়ের কাজ হয় সেই দোকানে। ফলে সেখান থেকেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে পারে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। খড়দা এবং কামারহাটি থানার সংযোগস্থলে এই ঘটনা ঘটেছে। দুই থানার পুলিশই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। স্থানীয় বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, "আমার কাছেও খবর এসেছে। ঘটনাস্থলে যাব। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।"

যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাকের সঙ্গে ৫টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ, বিদেশী পর্যটক-সহ কয়েকজন আহত

মথুরা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ঘন কুয়াশা ও দৃশ্যমানতার অভাবে ফের দুর্ঘটনা ঘটল উত্তর প্রদেশে। মঙ্গলবার সকালে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ওপর মথুরা টোল প্লাজায় একটি ট্রাক ও ৫টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বিদেশী পর্যটক-সহ কয়েকজন যাত্রী। দুর্ঘটনাস্থল থেকে যানবাহন সরানোর সময় আরও তিনটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে। মথুরা টোল প্লাজার কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে ৫টি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশী পর্যটক রয়েছেন।

দিল্লি ফের বায়ুদূষণের কবলে! ঘন কুয়াশায় আবারও ট্রেন ও বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): আবারও মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণের কবলে চলে গেল রাজধানী দিল্লি। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে দূষণের পরিমান একধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যায়। দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান বেড়ে ৪১৮-তে পৌঁছে যায়, যা খুব খারাপ পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। প্রবল ঠান্ডার মধ্যে আবারও খারাপ হল দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি। বায়ুদূষণ নতুন করে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে রাজধানীতে। দিল্লির বাতাসে দূষণ আবার বাড়ছে, তাই বেশ কিছু যানবাহনে নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে। বিএস থ্রি পেট্রল এবং বিএস ফোর ডিজেল গাড়ি চলাচলের উপর শুক্রবার পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহালের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে, ঘন কুয়াশার দাপটে ফের জনজীবন বিপর্যস্ত দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারতে। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে মঙ্গলবার রেল ও বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে দিল্লিতে। ঘন কুয়াশার কারণে উত্তর রেলওয়ে অঞ্চলে ৩৬টি ট্রেন দেরিতে চলেছে। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘন কুয়াশা ও দৃশ্যমানতার অভাবে মোট ৩৬টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে, পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, ইন্দোর-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস, মালদা টাউন-দিল্লি এক্সপ্রেস, প্রয়াগরাজ-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস প্রভৃতি। দিল্লি বিমানবন্দরে বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবাও। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা কম থাকায় দিল্লি-কাঠমান্ডু, দিল্লি-জয়পুর, দিল্লি-শিমলা, দিল্লি-দেহরাদূন, দিল্লি-চণ্ডীগড়-কুল্লু বিমান বিলম্বিত হয়েছে।

মঙ্গলবারেও বিচারপতি মান্থা বয়কটের ডাক অব্যাহত, বার অ্যাসোসিয়েশনের চিঠি প্রধান বিচারপতিকে

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীদের বয়কট মঙ্গলবারেও অব্যাহত। চলতি সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অবস্থান বিক্ষোভ করেছিলেন তৃণমূল সমর্থিত আইনজীবীরা। বিচারপতি মান্থার এজলাস বাইরে থেকে লক করে দেওয়ার পর আইনজীবীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছিল। বিষয়টি কানে আসতেই নিজের কক্ষের বাইরে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তিনি বলেছেন, তাঁর এজলাসে ঢুকতে যাতে কেউ বাধা না পান, তার ব্যবস্থা করতে হবে হাই কোর্টের ওসিকে।
এদিন আবার এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা সহ গোটা দেশ। বিচারপতি মান্থাকে পুরোপুরি বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাইকোর্টের আইনজীবীদের সংগঠন বার অ্যাসোসিয়েন। আইনজীবীরা সাধারণ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিচারপতি মান্থার এজলাসে বিচারপ্রক্রিয়ায় যোগ দেবেন না তাঁরা। এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। আইনজীবীদের এই বয়কট সিদ্ধান্তের ফলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে হাইকোর্টে বিচারাধীন বহু মামলা থমকে যাওয়ার। বিশেষ করে বিচারপতি মান্থার এজলাসে অনেক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তাঁর এজলাস বয়কট করার অর্থ, সেইসব বহু মামলার বিচার প্রক্রিয়া নিয়েও অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে মঙ্গলবার পশ্চিম থানা ঘেরাও করেন সিপিএম সমর্থকরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফুলকপির খাদ্যগুণ ও উপকারিতা

ফুলকপির বিভিন্ন পুষ্টিগুণ ফুলকপি অত্যন্ত অতি স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি। ফুলকপি আমাদের দেহে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C ভিটামিন K থায়ামিন, প্রোটিন, রিবোফ্লাভিন, ম্যাগনেশিয়াম, নিয়াসিন, ফসফরাস, ভিটামিন ফলেট, ফাইবার, পটাশিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে যা মানব দেহে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। যারা নিয়মিতভাবে শারীরিক দুর্বলতার শিকার হয়ে থাকেন, তাদের বেশি করে ফুলকপি খাওয়া উচিত।

ফুলকপির খাওয়ার বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিন ফুলকপি খাদ্য তালিকায় যোগ করলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া সম্ভব। সাধারণত গর্ভবতী মা, শিশুর বৃদ্ধিকাল তথা কিশোর-কিশোরী এবং যারা অতিরিক্ত পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করে থাকেন তাদের দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য ফুলকপি খুবই উপকারী একটি সবজি। আমাদের দেহে সঠিক পরিমাণে রক্ত তৈরির ক্ষেত্রে আয়রনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন উপস্থিত রয়েছে তাই আমাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বর্ধনের ক্ষেত্রে ফুলকপি বেশ প্রয়োজনীয় একটি সবজি।

উপকারিতা

১. ফুলকপি দেহের খারাপ কোলস্টেরল কম করে:

ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার আছে, যা আমাদের শরীরে কোলস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

২. ফুলকপি ওজন কমাতে সাহায্য করে:

গবেষণায় অনুসারে, ফুলকপি মস্তিষ্ক ভালো রাখার কাজ করে,

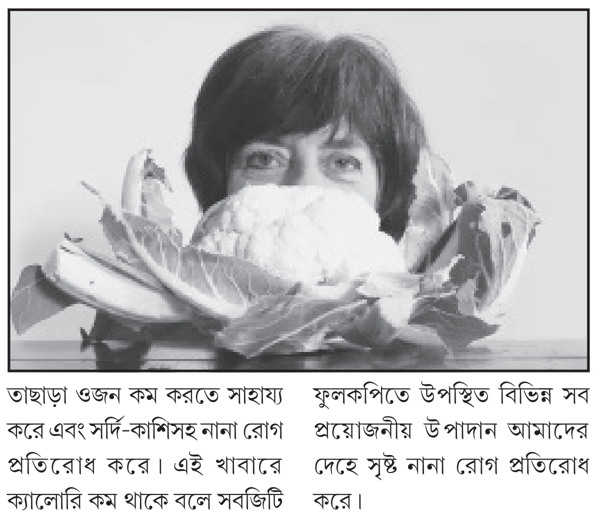

তাছাড়া ওজন কম করতে সাহায্য করে এবং সর্দি-কাশিসহ নানা রোগ প্রতিরোধ করে। এই খাবারে ক্যালোরি কম থাকে বলে সবজিটি খাওয়ার ফলে ওজন বেড়ে যায় না।

৩. হাড় ও দাঁত শক্ত করতে ফুলকপির ভূমিকা:

ফুলকপিতে দাঁত ও মাড়ির জন্য উপকারী ক্যালসিয়াম ও ফ্লোরাইড নামক উপাদান রয়েছে। এই ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের হাড় শক্ত করে তোলে।

৪. ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে ফুলকপি:

ক্যানসার প্রতিরোধ করতে ফুলকপি কার্যকরী। এতে আছে সালফোরাপেন নামক উপাদান, যা ক্যানসার কোষকে মেরে ফেলে ফলে টিউমার বাড়তে পারেনা। স্তন ক্যানসার তথা কোলন ও মূত্রথলির ক্যানসারের জীবাণুর বিরুদ্ধেও লড়ার করার ক্ষমতা আছে ফুলকপির মধ্যে।

৫. হৃদ্যন্ত্রের জন্য ফুলকপি উপকারী:

ফুলকপি হৃদ্যন্ত্রের জন্য খুব উপকারী একটি খাবার। এতে উপস্থিত সালফোরাপেন হৃদ্রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

৬. রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে:

ফুলকপিতে ভিটামিন 'বি', 'সি' এবং 'কে' বর্তমান, যা সর্দি, কাশি তথা জ্বর, গা-ব্যথা ইত্যাদি সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া ফুলকপিতে উপস্থিত বিভিন্ন সব প্রয়োজনীয় উপাদান আমাদের দেহে সৃষ্ট নানা রোগ প্রতিরোধ করে।

৭. ফুলকপি শরীরে শক্তি জোগায়:

শীতকালীন এই সবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। গর্ভবতী মা এবং অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করেন যারা তাদের জন্য ফুলকপি অত্যন্ত জরুরি একটি খাবার।

৮. চুল ও ত্বকের সুস্বাস্থের জন্য ফুলকপি খুব উপকারী:

কম ক্যালরিযুক্ত হওয়ায় এবং উচ্চমাত্রার আঁশসমৃদ্ধ খাবার হিসেবে ফুলকপি আমাদের চুল ভালো রাখতে কার্যকরী। এছাড়া ত্বকের সংক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম এই উপকারী সবজিটি। ফুলকপিতে উপস্থিত সালফার এবং সিলিকন চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৯. পরিপাকতন্ত্র ভালো রাখতে ফুলকপির ভূমিকা:

ফুলকপি খাওয়ার ফলে আমাদের পরিপাকতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া ফুলকপিতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং সালফার-জাতীয় উপাদান খাবার হজম করতে সাহায্য করে।

১০. দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে ফুলকপির উপকারিতা:

চোখের যত্ন নিতে ফুলকপির কোনোও তুলনা নেই। ফুলকপিতে ভিটামিন 'এ' থাকে যা আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। তাই চোখ সুস্থ রাখতে হলে বেশি করে ফুলকপি খাওয়া দরকার।

ফুলকপি খাওয়া নিয়ে কিছু সতর্কতাও অবলম্বন করা উচিত

ফুলকপি রান্না করার সময় টুকরো করে জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত নয়। এতে ফুলকপির খাদ্য উপাদানগুলি জলের সাথে মিশে চলে যায়।

যে সব ব্যক্তি কিডনির রোগে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে ফুলকপি না খাওয়াই ভালো। কারণ ফুলকপিতে উপস্থিত উদ্ভিজ আমিষ রোগীর দুর্বল কিডনির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

যারা থাইরয়েড গ্রন্থির রোগে আক্রান্ত তারা ফুলকপি না খাওয়াই ভালো। যতদিন পর্যন্ত থাইরয়েডের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে না আসে ততদিন অবধি ফুলকপি আক্রান্তের খাদ্য তালিকা থেকে বাদ রেখে দেওয়া উচিত। ফুলকপি অত্যধিক খাওয়ার ফলে অনেক সময় পেট ফোলাভাব এবং গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। উপসংহার ফুলকপি হল পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ একটি খাবার যা প্রকৃতির স্বাস্থ্যকর সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম। বহুমুখী গুণ সম্পন্ন এই সবজিটি রান্না করে, সেদ্ধ অথবা সালাদের সাথে কাঁচাও খাওয়া যায়। ফুলকপিতে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানসমূহ বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ধীর গতিতে করে এবং কোষ, কলা ও অঙ্গের ক্ষতি হওয়াকে প্রতিহত করে।

শুধুমাত্র সুস্থ দেহ বজায় রাখার জন্যই নয়, চুল, ত্বক এবং সাধারণ কাঁটা ছেঁড়া ও কোনো রকম ইনফেকশন প্রতিরোধে ফুলকপির তুলনা নেই। ফুলকপির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলি আমাদের শরীরকে বিষমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

দৈনিক কত ক্যালরি প্রয়োজন ?

পুষ্টিবিজ্ঞানের একটি বহুল প্রচলিত শব্দ ,ক্যালোরি খাদ্যের শক্তির পরিমাণ প্রকাশ করার জন্য পরিমাপের একক হিসেবে ধার্য করা হয়। খাদ্য গ্রহণ বা পান করার সময় আমরা আমাদের দেহে শক্তি (ক্যালোরি) সরবরাহ করে থাকি যার পরিবর্তে দেহ নিজের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য জ্বালানি হিসাবে সেই শক্তিকে ব্যবহার করে থাকে। একটি মানবদেহ যত বেশি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে ঠিক তত বেশি শক্তি বা ক্যালোরি ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ মানুষই "ক্যালরি" শব্দটি শুধু খাদ্য বা পানিয়ের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে যেকোন জিনিস যা শক্তি ধারণ করতে পারে তার মধ্যেই ক্যালরি উপস্থিত। দু প্রকারের ক্যালরি সাধারণত ক্যালরির দুইটি একক বহুল প্রচলিত: ১.'ক্ষুদ্র ক্যালরি' বা গ্রাম ক্যালরি যা "ক্যাল" নামে পরিচিত ২.'বড় ক্যালরি' বা খাদ্য ক্যালরি যা কিলোক্যালরি হিসেবে প্রসিদ্ধ। তবে পুষ্টিবিজ্ঞানে বড় ক্যালরিকে ই মূলত "ক্যালরি" বলেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

অপরিহার্য ক্যালোরি ডাক্তারি ভাষায় ক্যালরি আমাদের শক্তি যোগানোর মূল উৎস। শারীরিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ক্যালরি অপরিহার্য শর্করা, স্নেহ ও আমিষ জাতীয় খাদ্য হজম হওয়ার পর তা শরীরে তাপ উৎপাদন করে অথবা বলা যেতে পারে যে খাদ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত যেই পুষ্টিকর উপাদান গুলো থাকে সেগুলি যখন আমাদের দেহের অন্তর্বর্তী কোষের রক্তের সংস্রবে আসে, তখন একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে।

এই খাদ্য থেকে উৎপাদিত হওয়া তাপশক্তি পরিমাপ করার পর খাদ্যের ক্যালরি মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মানব শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির চেয়ে যদি বেশি পরিমান শক্তি গ্রহণ করা হয় তাহলে ওজন বৃদ্ধি পায় আর যদি কম পরিমানে শক্তি গ্রহণ করে থাকে তাহলে ওজন হ্রাস পায়

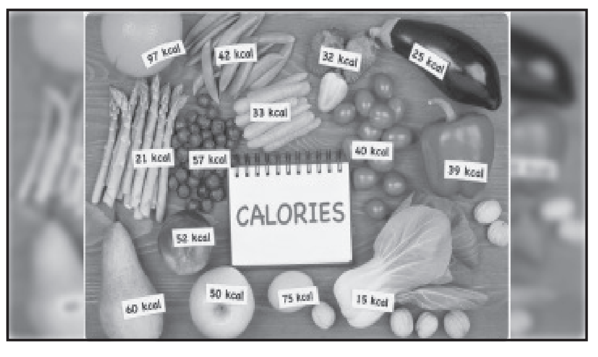

এবং সমসাময়িক ভাবে পেশী বা দ্বন্ডস্ত্বনত্র এর শক্তি ও হ্রাস পেতে থাকে। তাই প্রত্যেক মানুষকেই (লিঙ্গ, বয়স, আকার এবং তার কাজ-কর্মের ধরণ ভেদে) দৈনিক বিভিন্ন পরিমানে ক্যালরি খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই উচিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী একটি সঠিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যতালিকা মেনে চলা।

ক্যালোরির সঠিক মান নির্ণয় উ দৈনিক কত ক্যালরি প্রয়োজন ?

মানব দেহের আকার-আকৃতি ও ওজন সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য আমাদের সবসময়ই ক্যালরি গ্রহণের মাত্রাকে স্বাস্থ্যকর রাখা উচিত। তবে খাদ্যের সাথে কতটা ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে তার পরিমাণ ও মাত্রা নির্ভর করে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় কে ভিত্তি করে:

১. ব্যক্তির সার্বিক স্বাস্থ্য ২. ব্যক্তির দৈহিক কাজ-কর্মের পরিমান ৩.ব্যক্তিটি পুরুষ না মহিলা অর্থাৎ লিঙ্গ নির্ধারণ ৪.দৈহিক ওজন ও উচ্চতা ৫.দৈহিক আকৃতি; ইত্যাদি। দৈনিক কত পরিমাণ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে তা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। বিশেষজ্ঞ মহলের তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় যে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে প্রত্যহ গড়ে ২৭০০ kcal ও একজন মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যহ গড়ে ২২০০ kcal দরকার পড়ে। তবে ব্যক্তিভেদে এর তারতম্য ও ঘটে থাকে।। যেমন কিছু মানুষ যাদের বিপাকীয় কার্যকলাপ অন্যদের তুলনায় বেশি, অথবা কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় অধিক মাত্রায় কর্মমুখর, তাদের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিক পরিমাণে ক্যালরি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বাঞ্ছনীয়।

একজন মানুষের দৈনিক কত ক্যালরি প্রয়োজন নারীর ক্ষেত্রে একজন ২৫ বা ৩০ বছর বয়সী আলসে রমণী দৈনিক ১৮০০ ক্যালরি গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে পঞ্চাশোর্ধ মহিলার দৈনিক ক্যালরির চাহিদা হবে প্রায় ১৬০০ ক্যালরি। তবে জীবনযাপন এবং কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নারীদের ক্ষেত্রে ক্যালরিগ্রহণের মাত্রার ব্যাপকভাবে তারতম্য ঘটে থাকে। ২০ থেকে ৩০বছর বয়স্কা নারী দের ২৪০০ পর্যন্ত ক্যালরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে।

পুরুষের ক্ষেত্রে

ক্যালরিগ্রহণের মাত্রা পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেকটাই আলাদা। শারীরিক গঠন ভিন্ন হওয়ার কারণেই নারীদের তুলনায় পুরুষদের ক্যালরির চাহিদার পরিমাণ অধিকতর হয়ে থাকে। ২৫ থেকে ৩০ বছরের পুরুষ যারা কিছুটা কর্মবিমুখ তাঁদের ক্ষেত্রে ক্যালরিরচাহিদা থাকে প্রায় ২৪০০।৬০ বছর বয়সে তা এসে পৌঁছতে পারে ২০০০ ক্যালরিতে। তবে কুড়ি বছর বয়সী কর্মমুখর পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রত্যহ প্রায় তিন হাজার ক্যালরির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় আর বয়স যখন ৬০ এ পৌঁছে যায় তখন ক্যালরির চাহিদা নেমে ২৬০০তে চলে আসতে পারে।

দৈহিক ক্যালোরি নিয়ন্ত্রক টেবিল উ ওজন অনুযায়ী ক্যালরি চার্ট

পুষ্টি গ্রহণ সঠিক এবং পর্যাপ্ত কিনা তা বিচার করার জন্য একটি গাইড টেবিল প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে প্রতি বয়সে কত পরিমাণে ক্যালোরি প্রয়োজন তার সুপারিশ আছে:

১১ মাসের শিশুর দেহের ওজন ৯ কেজি ও উচ্চতা ৭১ সেন্টিমিটার হলে প্রত্যহ ৭২৫ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। ৬০ কেজি ওজন এবং ১৬৮ সেমি দৈর্ঘ্যের পুরুষদের ক্ষেত্রে যাদের বয়স উনিশ থেকে উনত্রিশ প্রতিদিন ২৭২৫ কিলোক্যালরি শক্তি প্রয়োজন হয়ে থাকে।উনিশ থেকে উনত্রিশ বছরের মহিলাদের ক্ষেত্রে, শারীরিক ওজন ৫৪ কেজি এবং উচ্চতা ১৫৯ সেন্টিমিটার হলে প্রত্যহ ২২৫০ কিলোক্যালরি শক্তি প্রয়োজন। ৮০ বছরের উর্ধ পুরুষদের ১৫২৫ কিলোক্যালরি এবং সমবয়সী মহিলাদের দৈনিক ১৪২৫ কিলোক্যালরি শক্তি প্রয়োজন। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার ত্রৈমাসিকের বয়সের উপর নির্ভর করে প্রত্যহ ১৮০ থেকে ৩০০ কিলোক্যালরি অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দুগ্ধবতী মায়েদের ক্ষেত্রে, প্রাথম ৬ মাসে বাড়তি ৩৩০ কিলোক্যালরি শক্তি এবং পরের ৬ মাসে আরও ৪০০ কিলোক্যালরি শক্তি বিশেষভাবে দরকারি। ক্যালোরির চাহিদা গণনা দুটি উপায় । ক্যালোরি ক্যালকুলেটর হ্যারিস-বেনেডিক্ট সূত্র : পুষ্টিবিজ্ঞানীদের বহুল ব্যবহৃত এই সূত্রটি মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে তার বয়স, লিঙ্গ, ওজন, উচ্চতা বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়েছে।

পুরুষ শক্তির চাহিদা গণনা করার সূত্রটি হলগু ৬৬.৫ ১৩.৮ অ (কিলোগুলিতে দেহের ভর) ৫ অ (সেমিতে শরীরের দৈর্ঘ্য) ৬.৮ অ বয়স দিয়ে ভাগ করা। নারীদের ক্ষেত্রে = ৬৫৫.১ ৯.৬ এক্স (কিলোগ্রামে শরীরের ভর) ১.৯ অ (সেমি দৈর্ঘ্য) ৪.৭ অ বয়স দিয়ে ভাগ করা। এই গণনা থেকে যে ফল প্রাপ্তি হয় সেটি সেই মানুষটির শারীরিক ক্রিয়াকলাপের গুণক দিয়ে গুণিত হয়ে থাকে। শারীরিক ক্রিয়াকলাপ কম হলে ১.২ দিয়ে গুণ করা হয়ে থাকে, সাধারণ শারীরিক ক্রিয়াকলাপের এ ক্ষেত্রে ১.৩ দিয়ে গুণ করা হয় এবং কঠিন শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ১.৪ দিয়ে গুণ করা হয়ে থাকে। (ওয়ার্ল হেলথ অর্গানাইজেশন) সূত্র পূর্বোক্ত সূত্র থেকে সহজতর এবং এই সূত্রটি বয়স বিভাগ অনুসারে ভাগ করা হয়ে থাকে।

তবে উপরোক্ত এই দুই পদ্ধতির থেকে সহজতর উপায় হলো অনলাইন ক্যালকুলেটরের সাহায্যে ক্যালারি মাপা এবং প্রয়োজনে ক্যালরি বার্ন করে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

দৈনিক ক্যালরি গ্রহণ বিষয়ক তথ্য উ ক্যালোরি যুক্ত খাবার কি কি

১.একজন মানুষের ক্যালরির চাহিদা যেমন তার শারীরিক অবস্থা , বয়স, উচ্চতা, লিঙ্গ ও তার জীবন যাপনের উপর নির্ভর করে তেমনি পরিস্থিতি অনুযায়ী তার তারতম্য ও হতে পারে। ২. সকালের জলখাবারে ভারী খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরের ওজন ঠিক থাকে। ৩. খাদ্যতালিকায় সবজি আর ফলমূলের উপস্থিতি , একই পরিমাণ ক্যালরি যুক্ত স্ন্যাকস জাতীয় খাবারের তুলনায় অধিক পুষ্টিসম্পন্ন যা শরীরের খাবারের চাহিদা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখতে সাহায্য করে। ৪.দিনে একসাথে অনেক পরিমাণ খাবার না গ্রহণ করে সারাদিনে বারে বারে স্বল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। দৈনিক এই নিয়ম মেনে চললে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনীয় নিউট্রিশন যা ক্যালোরি নিয়ন্ত্রক। উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত খাবারের তালিকা ক্যালোরি যুক্ত খাবার কি কি ফল মরসুমী ফলমূল খাবারের তালিকায় রাখা জরুরি কারণ ফলে প্রাকৃতিকভাবেই শর্করা উপস্থিত যা আমাদের শরীরের চিনির চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

শাক-সবজি শাকসবজিতে উপস্থিত থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আর মিনারেলস যা শরীরকে পুষ্টি জোগায় ও অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করে। পালং শাক, ব্রকলি, বাধাকপি, ফুলকপির মত মরসুমী সবজি খাওয়া উচিত। শস্য জাতীয় খাবার এজাতীয় খাদ্য হল হোল-গ্রেন খাবার যেমন পাস্তা, ব্রাউন রাইস, ওটমিল, গমের আটা প্রভৃতি শস্যজাতীয় খাবার পুষ্টিগুণে ভরপুর। প্রোটিনযুক্ত খাবার

মাংস, মাছ, বিনস ছাড়া ও বাদাম , ওয়ালনাট, কাঠবাদাম, চিনাবাদাম প্রোটিনের এক উৎকৃষ্ট উৎস ।

ডেইরি বা দুগ্ধ জাতীয় খাবার ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম-এর চাহিদা মেটাতে দুগ্ধজাতীয় খাবার প্রয়োজনীয় ।তবে এই জাতীয় খাদ্যে ফ্যাট থাকার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনে ফ্যাট ফ্রী দুধ, দই খাওয়া ও যেতে পারে। তেল প্রতিদিন ব্যবহার করার জন্য ভোজ্য তেল হিসেবে রাইস ব্রান অয়েল, অলিভ অয়েল ব্যবহার বা যেকোনো লো ফ্যাট যুক্ত তেল ব্যবহার করলে উপকারী। উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত খাবারের তালিকা উপসংহার পুষ্টিবিদদের মতে শুধুমাত্র ক্যালরি নিয়ন্ত্রণই শেষ কথা নয়; দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য সবথেকে প্রয়োজনীয় নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন ও সুষম খাদ্যাভ্যাস।খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে জল পান করা বা জলীয় খাবার গ্রহণ করার গুরুত্বও অপরিসীম। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এবং সঠিক নিয়মানুসারে একজন মানুষ দৈনিক কত ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করবে সে বিষয়ে সচেতন থেকে যদি প্রতিদিন আহার করে তাহলে তার পক্ষে সুস্থ, সবল ও প্রাণোজ্জ্বল জীবন ধারণ করা ও দীর্ঘদিন সুস্থ থাকা সম্ভব।

মিষ্টি কুমড়ার উপকারিতা

"কুমড়া" বা "কুমড়ো" প্রধানত মিষ্টিকুমড়ো এবং চালকুমড়ো- এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। মিষ্টিকুমড়া একটি ফলজাতীয় সবজি যা কিউকারবিটেসি পরিবারের অন্তর্গত কিউকারবিটার প্রজাতির মধ্যে পড়ে। ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ কুমড়ো অনেকের প্রিয় সবজি যা মানবদেহের জন্যও সমানভাবে কার্যকরি।

সবজি হিসেবে কুমড়ো দেহের নানারকমের পুষ্টির যোগান দেওয়ার কাজে ও অদ্বিতীয়। পশ্চিমি দেশগুলিতেও অক্টোবরের শেষে মিষ্টি কুমড়ার চাহিদা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায় কারণ এটি দিয়ে তৈরি করা হয় হ্যালোইনের বিশেষ বাতি। হালকা মিষ্টি স্বাদের এই সুস্বাদু সবজিটি সারা বছর বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় নিয়ম অনুযায়ী কুমড়ার উপস্থিতি প্রত্যেকটি মানুষকেই রাখতে পারে রোগমুক্ত; অসুস্থতা থেকে বহু দূরে।কুমড়া এমন একটি সবজি, যা বহুবিধ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। ভিটামিন-এ ছাড়াও কুমড়োতে উপস্থিত ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, সি, ই, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, জিংক, ফ্লেভনয়েড পলি-ফেনলিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মতন প্রয়োজনীয় উপাদান। আরও বিশেষ কিছু উপাদান যেমন লিউটিন, জ্যানথিন ইত্যাদি ও এই সবজিটিতে উপস্থিত। কুমড়োতে ক্যালোরিও অপেক্ষাকৃত কম থাকে। মিষ্টি কুমড়োর বিভিন্ন উপযোগিতা । দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে কুমড়ো তে উপস্থিত ভিটামিন-এ উপাদান চোখের জন্য খুবই লাভজনক। বিশেষত , কম বা অস্পষ্ট আলোর মধ্যে কর্মরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কুমড়োর ভিটামিন-এ চোখের কর্নিয়া কে রক্ষা করে থাকে।বিটাক্যারোটিন সমৃদ্ধ এই সবজিটি চোখের স্বাস্থ্য উন্নতি করার পাশাপাশি বয়সকালীন রোগ, বিশেষ করে রেটিনার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মিষ্টি কুমড়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কুমড়োতে ক্যারটিনয়েড নামক উপাদানটি থাকার কারণে চোখে ছানি

পড়া প্রতিরোধ হয় কুমড়োতে ক্যারটিনয়েড নামক উপাদানটি থাকার কারণে চোখে ছানি পড়া প্রতিরোধ হয়। চোখের অসুখ ছাড়াও ভিটামিন এ-এর অভাবজনিত অন্যান্য রোগেও কুমড়ো সমানভাবে কার্যকরি।

সুস্থ ত্বক গঠনের সাহায্যে মানবদেহে সুস্থ ত্বক গঠনে কুমড়ো অনেকভাবেই সাহায্য করে থাকে ও দেহে টিস্যু তৈরি করতে সাহায্য করে। মিষ্টি কুমড়ার ভিটামিন এ ও সি এবং বিটা ক্যারোটিন চুল ও ত্বক সুন্দর এবং মজবুত রাখে। ভিটামিন-এ ত্বককে সুরক্ষিত রাখার সাথে সাথে বিটা-ক্যারোটিন সূর্যের তাপ -জনিত ত্বকের বিবিধ সমস্যা থেকে মুক্তি প্রদান করে। সুস্থ ত্বক গঠনে কুমড়ো অনেকভাবেই সাহায্য করে ভিটামিন-বি ও সি ত্বকের কোলাজেন তৈরির কাজে সাহায্য করে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় ও স্বাস্থ্যবান ত্বক তৈরিতে সাহায্য করে। ভিটামিন বি৫ ত্বকের দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে থাকে। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কুমড়ো উপস্থিত থাকলে চকচকে উজ্জ্বল চুল ও সুন্দর ত্বকের অধিকারী হওয়া যায় অতি সহজেই। দেহের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন ধরণের ভিটামিনের ভাণ্ডারে ভরপুর কুমড়োতে উপস্থিত প্রচুর পরিমানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন-এ, সি, ই, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এর মতো প্রয়োজনীয় উপাদান। বিশেষত ভিটামিন এ মানবদেহের টিস্যুকে রক্ষা করে থাকে ও বিটা-ক্যারোটিন মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং ভিটামিন সি র উপস্থিতি মানবদেহে সর্দি-কাশি, ঠাণ্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। কুমড়োতে জিঙ্কের উপস্থিতি ইমিউন সিস্টেমকে অনেক শক্তিশালী বানায়।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

কুমড়োতে ফাইবার ও পটাশিয়াম প্রচুর পরিমানে থাকার কারণে এবং ক্যালরির পরিমাণ খুব কম থাকার দরুণ মানবদেহের অতিরিক্ত ওজন হ্রাস পায় এবং এতে উপস্থিত ফাইবার" দেহের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রনে আনে। পটাশিয়াম শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় জল ও লবণ নিষ্কাশন করে ওজন নিয়ন্ত্রণ রাখতে ও সহায়তা করে। এছাড়া, নিয়মিত কুমড়ো জুস সেবন করলে অতি সহজেই ওজন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। দেহের জ্বালাপোড়ার সমস্যা দূর করে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে কুমড়ো তে উপস্থিত ক্যারটিনয়েড দেহের রং উজ্জ্বল করে এবং তা দেহের জ্বালাপোড়ার সমস্যা সমাধানেও সহায়ক। এই সবজির বিটা-ক্যারোটিন মানবদেহের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে ও আলফা-ক্যারোটিনের উপস্থিতি মানবদেহকে টিউমারের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে ও আর্টারির দেয়ালে চর্বির স্তর জমাট বাঁধতে দেয় না। মিষ্টি কুমড়া নিয়মিত খেলে তাই হৃদরোগও প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া এর মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন-ই ক্যান্সার ও আলজাইমারের মত মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। হজম শক্তি বৃদ্ধি করে পুষ্টি ও ফাইবার সমৃদ্ধ কুমড়ো নিয়মিত খাদ্যে গ্রহণ করলে দেহের হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় ।মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকার কারণে তা সহজেই হজম করা সম্ভব হয়। হজমশক্তি বাড়াতে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত করতে মিষ্টি কুমড়ার জুড়ি মেলা ভার। ডায়রিয়া সমস্যায় দূর করতে ও কুমড়ো ই সহায়ক। কাঁচা কুমড়োর রস সেবনে মানবদেহের অ্যাসিডিটির সমস্যা দূর হতে পারে। কোনো ভারী খাবারের ত্রিশ মিনিট আগে এক গ্লাস কুমড়োর জুসের সাথে অল্প পরিমাণে মধু মিশিয়ে তিন বেলা খেলে সবসময় নিজেকে সুস্থ রাখা যায়। ফ্রি রেডিক্যাল ড্যামেজ থেকে প্রতিরোধ ৩৩ মিলিগ্রাম বিটাক্যারোটিন, যা এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, কুমড়োতে উপস্থিত থাকে বলে শরীরের ফ্রি রেডিকাল ড্যামেজ প্রতিরোধ করে।দূষণ, স্ট্রেস ও খাবারে উপস্থিত কেমিক্যাল ও ক্ষতিকর উপাদান মানবদেহে ফ্রি রেডিকাল ড্যামেজ করে যার ফলস্বরূপ শরীরের সুস্থ কোষগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রবণতা শুরু হয় এবং খারাপ কোষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তাই কুমড়োত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি পরিমাণে থাকার কারণে ফ্রি রেডিকাল ড্যামেজ প্রতিরোধ হয়। দেহে বেশি শক্তি যোগান ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যের জন্য কুমড়ো সত্যিকারের একটি উপকারী খাদ্য। গর্ভবতী মহিলার হজম শক্তি বৃদ্ধি করে ও কুমড়ো তে উপস্থিত প্রয়োজনীয় আয়রন বাচ্চাকে অক্সিজেন দিতে সাহায্য করে ও মায়ের রক্তশূন্যতা ও প্রতিরোধ করে।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন হলুদ টোনার

কাজের চাপে বেহাল দশা। অফিসে সারাক্ষণই ঘুম পায়। উপায় না পেয়ে একাধিক কাপ চা। ঘুম না হয় কাটাচ্ছেন, কিন্তু জানেন কি? অত্যাধিক স্ট্রেস নেওয়ায় আপনার ত্বকের হাল একেবারে যাচ্ছে তাই হয়ে পড়ছে! ভাবছেন উপায় কি? আপনার ব্যস্ত সময় থেকে মাত্র ৫ মিনিট ব্যয় করুন। দেখবেন চটজলদি ত্বকে ফিরবে উজ্জ্বলতা।

কীভাবে? রইল উপায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঝটপট ত্বকে উজ্জ্বলতা ফেরাতে হলুদের কোনও বিকল্প নেই। তবে শুধু হলুদ বাটা নয়, বরং বাড়িতেই খুব সহজে বানিয়ে ফেলুন হলুদ টোনার। আর এই হলুদ টোনারই ম্যাজিকের মতো কাজ করবে।

কীভাবে বানাবেন

হলুদ টোনার বানানো খুবই সহজ। এটা বানাতে লাগবে কাঁচা হলুদ বাটা, অ্যালোভেরা জেল, গোলাপ জল, লেবুর রস ও অল্প পরিমাণ জল। প্রথমে এক গ্লাস জল গরম করে নিন। জল একটু ঠান্ডা হলে, তার মধ্যে দু"টেবিল চামচ কাঁচা হলুদ বাটা, পরিমাণমতো অ্যালোভেরা জেল, পরিমাণমতো গোলাপ জল এবং অল্প লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটিকে একটি স্প্রে বোতলে ভরে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। তবে মাথায় রাখবেন, এক্ষেত্রে ব্যবহার করুন কাচের বোতল। প্লাস্টিকের বোতলে কিন্তু একেবারেই এই মিশ্রণ রাখবেন না।

বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে ভাল করে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। তারপর মুখে এই হলুদ টোনার স্প্রে করুন। ইচ্ছে করলে টোনারে তুলে ভিজিয়েও মুখ মুছে নিতে পারেন। দেখবেন মাত্র ৫ মিনিটেই তাজা অনুভব করবেন।

তবে শুধু স্প্রে নয়। বেসন, মধুর সঙ্গে এই মিশ্রণ মিশিয়ে ফেসপ্যাকও তৈরি করতে পারেন। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এই ফেসপ্যাক লাগান। দেখবেন ত্বকের মরা কোষ দূরে হয়ে ত্বক তরতাজা হয়ে উঠবে। ইচ্ছে করলে এই স্প্রে বোতল ব্যাগে রেখে দিন। অফিস থেকে কোনও পার্টিতে যাওয়ার আগে মুখে স্প্রে করে নিন এই টোনার। ঝটপট ঝকঝকে হয়ে উঠবেন।

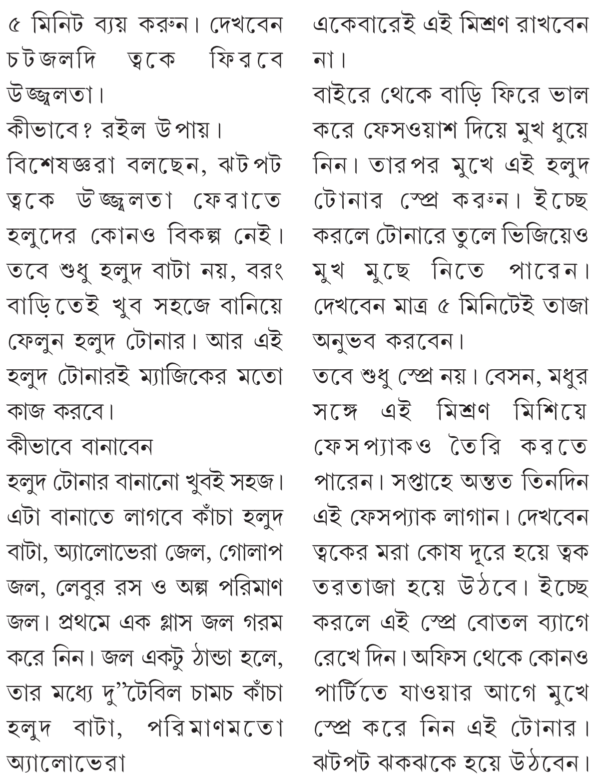

মঙ্গলবার এনএসআইইউ সংগঠনে কর্মীরা আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

ঘরবাড়ি ভাঙাভাঙি শুরু জোশীমঠে প্রথমে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল হেলে থাকা পাশাপাশি দুই হোটেল

চামোলি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : চার দিকে ফাটলের কারণে যে কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে জোশীমঠ। এই আতঙ্কের মধ্যে মঙ্গলবার ওই পবিত্র ভূমিতে ভেঙে ফেলা হবে বেশ কিছু নির্মাণ। প্রথম ভাঙা হবে জোশীমঠের ২টি বিলাসবহুল হোটেল। বিপর্যয়ের জেরে একে অপরের গায়ে হেলে পড়েছে ওই ২টি হোটেল। যার জেরে এলাকার বেশ কিছু বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। 'মাউন্ট ভিউ' ও 'মালারি ইন' নামে এই ২টি হোটেলই প্রথম ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন চামোলি জেলা প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আর মীনাক্ষী সুন্দরম বলেছেন, "ওই দুই নির্মাণ যন্ত্রের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হবে।" ওই ২টি হোটেল রয়েছে জনবহুল এলাকায়। ফলে হোটেল দু'টি ভাঙা হলে যাতে আশপাশের এলাকায় কোনও ক্ষতি না হয়, সে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এ জন্য রুরকির সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একটি দল ওই দুই হোটেলে সমীক্ষা চালিয়েছে। প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দলকে। হোটেলগুলি ভাঙার আগে এলাকা খালি করা হয়েছে। জোশীমঠ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে চামোলির জেলাশাসক হিমাংশু খুরানা বলেছেন, "নির্মাণগুলিতে সমীক্ষা চালানোর কাজ চলছে। বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রয়োজনে আরও অনেক নির্মাণ ভাঙা হবে।" এই প্রেক্ষাপটে সোমবার ১০০টিরও বেশি বাড়িতে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সোমবার জোশীমঠে আরও ৬৮টি বাড়িতে নতুন করে ফাটল দেখা গিয়েছে। যার জেরে মোট ৬৭৮টি বাড়িতে ফাটল তৈরি হয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নিরাপদে সরানো হয়েছে আরও ২৭টি পরিবারকে।

অবশেষে মুক্তি পেল শাহরুখ খানের 'পাঠান'-এর ট্রেলার

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : অবশেষে মুক্তি পেল শাহরুখ খানের 'পাঠান'-এর ট্রেলার। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মুক্তি পেল এই ছবির ট্রেলার। অ্যাকশন, থ্রিলারে জমজমাট ট্রেলারে নেট দুনিয়ায় ঝড় তুললেন শাহরুখ, দীপিকা, জন আব্রাহাম। ছবিটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর এবার 'পাঠান' দিয়ে কামব্যাক করতে চলেছেন কিং খান। স্বাভাবিকভাবেই শাহরুখ খানের এই ছবিকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। তাই ট্রেলার প্রকাশ্যে আসতেই নজর কাড়ছে তার ভিউ। যশরাজ ফিল্মসের ছবি 'পাঠান'-এ শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে জন আব্রাহামকে।

বাবুঘাটে বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার, গ্রেফতার সজল ঘোষ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : বাবুঘাটে বিজেপির গঙ্গা আরতি কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার। বঙ্গ বিজেপির তরফে মঙ্গলবার বাজা কদমতলা ঘাটে গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু বিজেপির এই গঙ্গা আরতির কর্মসূচিতে অনুমতি দেয়নি পুলিশে। এদিকে নিজের অবস্থানে অনড় বিজেপি শিবির। সেইখানেই পুলিশ ও গেরুয়া কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। বিজেপি নেতা সজল ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলে পুলিশ। পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে থাকা গোপাল সরকারকেও গ্রেফতার করা হয়। তাঁদেরকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।এদিন সজলের সঙ্গে পুলিশের তুমুল বচসা হয়। তাঁর দাবি, সেনাবাহিনী গঙ্গা আরতির অনুমতি দিয়েছে। তাই কর্মসূচি পালন করা হবে। কিন্তু পুলিশের পাল্টা দাবি, বিজেপির গঙ্গা আরতির অনুমতি দেওয়া হয়নি। জি-২০ সম্মেলন এবং গঙ্গাসাগর মেলার জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাই এই কর্মসূচির জন্য বাড়তি পুলিশ দেওয়া যাবে না। সে কারণেই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। মঙ্গলবার সকালে পুলিশ মঞ্চ খুলতে শুরু করে। সেখানেই দলবল নিয়ে হাজির হন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, গঙ্গা আরতি হবেই। তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু সজল তাঁর দাবিতেই অনড় থাকেন। এরপরই দুপক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। তারপরই সজলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নমামি গঙ্গে প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা গোপাল সরকার বলেন, আমরা পুলিশে কাছে অনুমতি চাইনি। বিধি মেনে কর্মসূচির জন্য আমরা ২০ হাজার টাকা জমাও দিয়েছি। মানুষের ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে পুলিশ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেই পারত। পুলিশের তরফে আবেদন করা হয়েছে, গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর যেন নতুন করে এই কর্মসূচির জন্য আবেদন করা হয়। তবে বিজেপির তরফে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, আজ গঙ্গা আরতি হবে।বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "পুলিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই কাজ করছে। আমি যাব সেখানে। এবং গঙ্গা আরতি করব।" এই বিষয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, "গঙ্গা আরতি হলে আইন-শৃঙ্খলার কী এমন অবনতি হবে? আজ যা হল তা সংস্কৃতী বিরোধী পদক্ষেপ। এখন যদি গঙ্গা আরতি হয় তাহলে সরকারের কী এমন এল গেল? আমি মনে করি যে ধরনের অগ্রাসীন পদক্ষেপ সরকার করছে তার চরম নিন্দা করছি।"

অস্কারের দৌড়ে "দ্য কাশ্মীর ফাইলস", উচ্ছ্বসিত বিবেক

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার অস্কারের লড়াইয়ে জায়গা করে নিল বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত "দ্য কাশ্মীর ফাইলস"। আরও পাঁচটি ভারতীয় ছবির সঙ্গে অস্কার পুরস্কারের প্রথম নির্বাচনী তালিকায় জায়গা করে নিল এই ছবি।মঙ্গলবার নিজেই টুইট করে একথা জানিয়েছেন পরিচালক। মুক্তি পাওয়ার আগে থেকেই এই ছবি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিবেক অগ্নিহোত্রী এই ছবিকে "প্রোপাগন্ডা" হিসেবে উপস্থাপন করেছেন বলে মত সিনে সমালোচকদের। এই ছবিতে সতকে নিজের মতো করে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী, দাবি অনেকের । যেভাবে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস তুলে ধরেছেন ছবিতে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, দর্শন কুমার অভিনীত এই ছবি প্রেক্ষাগৃহে যে মারাত্মক সাফল্য পেয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ ইন্দোরে প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

ইন্দোর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : আজ মঙ্গলবার দেশের পরিচ্ছন্ন শহর ইন্দোরে তিন দিনের ১৭ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন সমাপন করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এছাড়াও তিনি প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরস্কার-২০২৩ প্রদান করবেন। এই পুরষ্কারগুলি বিদেশী ভারতীয়দের এবং তাদের পরিচালিত সংস্থাকে বিদেশে ভারতকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য ভারতের অর্জনকে সমর্থন করা।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা ২০ মিনিটে নয়াদিল্লি থেকে বিমানযোগে ইন্দোরে পৌঁছবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দুপুর আড়াইটায় সুরিনাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি চন্দ্রিকা প্রসাদ সান্তোখি এবং দুপুর ২:৫৫ মিনিটে গায়ানা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ড. মহম্মদ ইরফান আলির সাথে সাক্ষাত করেন। রাষ্ট্রপতি বিকাল সাড়ে ৩টায় প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর, সিভিল এভিয়েশন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভাষণ দেন।

শিলিগুড়িতে বন্ধ লেভেল ক্রসিংয়ে ট্রাকের ধাক্কা, বিঘ্ন রেল পরিষেবা

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : ট্রাকের ধাক্কায় লেভেল ক্রসিংয়ের রেলগেট ভেঙে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকল ট্রেন চলাচল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে।

এদিন সাড়ে সাতটা নাগাদ একটি বড় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শাহুডাঙ্গির লেভেল ক্রসিং এর গেটে ধাক্কা মারে। গেটটি তখন বন্ধ থাকায় ভেঙে যায়। একই সঙ্গে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জামেরও ক্ষতি হয়। ছিড়ে যায় কেবলও। মনে করা হচ্ছে চালক বন্ধ রেল গেটটি দেখতে না পাওয়াতেই এই বিপত্তি। ঘটনার পরই এলাকায় যান রেলকর্তারা। দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হয়। যদিও এর জেরে অনেক ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে দূরপাল্লার ট্রেন গুলি আটকে পড়ে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

মুর্শাদাবাদে খুন তৃণমূল কর্মী, উত্তেজনা এলাকায়

হরিহরপাড়া, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মালোপাড়া এলাকায় খুন তৃণমূল কর্মী। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতের নাম এসাদুল মণ্ডল(৫০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ঢুকে যায় একদল দুষ্কৃতী। এসাদুলের স্ত্রীর হাত-পা ও মুখ বেঁধে দেয়। তারপর এসাদুলকে হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনা জানাজানি হওয়ার আগেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে ওই তৃণমূল কর্মীকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করেন। মঙ্গলবার সকালে ওই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয় হাসপাতালে।

এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, পরিকল্পিতভাবেই এসাদুলকে খুন করা হয়েছে। এর আগে এসাদুলের ছেলের উপর হামলা করেছিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পেছনে কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। এর পিছনে রাজনৈতিক কোনও কারণ রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা

ব্রাজিলের সরকারি ভবনে হামলায় এখন পর্যন্ত গ্রেফতার প্রায় ১৫০০ জন

ব্রাসিলিয়া, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ভবন ও সুপ্রিম কোর্টে তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় প্রায় দেড় হাজার জনকে গ্রেফতার করেছে সেদেশের পুলিশ। তারা সবাই দেশটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো সমর্থক। এদিকে তাণ্ডবের ঘটনাকে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' আখ্যা দিয়েছেন লুলা। সেই সঙ্গে দোষীদের শাস্তি দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

সোমবার ফ্লোরিডার একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বলসোনারো। তবে ব্রাজিলের সরকারি ভবনগুলোতে আক্রমণের নিন্দা করেছেন তিনি। এক টুইট বার্তায় বলসোনারো জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, আইনকে সম্মান করা গণতন্ত্রের অংশ।

তিনি আরও বলেছেন, সরকারি ভবনগুলোতে যে আক্রমণ ও ক্ষয়ক্ষতি করা হল, ২০১৩ এবং ২০১৭ সালে বামদের দ্বারাও নিয়ম ভেঙে এ ধরনের কাজ করা হয়েছিল। সবসময় সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেছেন জানিয়ে বলসোনারো বলেন, আমি সবসময় সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেছি। আইন মেনে, গণতান্ত্রিক উপায়ে, স্বচ্ছতার সঙ্গে আমাদের পবিত্র স্বাধীনতাকে সম্মান ও রক্ষা করেছি।

প্রসঙ্গত, রবিবার ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ভবন-সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনে হামলা চালালেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর সমর্থকেরা। রবিবার তাঁরা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রমণ করেন। ঘিরে ফেলা হয় ব্রাজিলের কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্টও। হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ব্রাজিলের হলুদ, সবুজ পতাকা নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে এগিয়ে যান। কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে তাঁরা ঢুকে যান ভবনের ভিতর। কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হন রাষ্ট্রপতি ভবনের ছাদে। এই ঘটনার নিন্দা করেছেন বিশ্ব নেতারা। ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ভবন ও সুপ্রিম কোর্টে তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় প্রায় দেড় হাজার জনকে গ্রেফতার করেছে সেদেশের পুলিশ। তারা সবাই দেশটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো সমর্থক।

উল্লেখ্য, কট্টর দক্ষিণপন্থী বোলসোনারোকে হারিয়ে ব্রাজিলে ক্ষমতায় এসেছেন বামপন্থী লুইজ ইনাসিও লুলা ডা সিলভা। দেশের সাংগঠনিক কাঠামোয় এই আক্রমণের জন্য তিনি পূর্বতন প্রেসিডেন্টকেই দায়ী করেছেন। রাজধানী ব্রাসিলিয়ার নিরাপত্তা বিষয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন লুলা। রবিবার ব্রাসিলিয়ায় যখন এই হামলা হয়, প্রেসিডেন্ট লুলা সেখানে ছিলেন না। রাজধানী থেকে দূরে কর্মসূত্রেই সাও পাওলো গিয়েছিলেন তিনি।

মুর্শিদাবাদে মিড ডে মিলের রান্নাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা।

মুর্শিদাবাদ, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় মিড ডে মিলের রান্নাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। বচসার জেরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ফুটন্ত গরম জল, ভাতের ফ্যান ছুড়ে মারার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

ভগবানগোলা ব্লক ২ এর অন্তর্গত নসিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুলে কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রান্না করেন। তাঁরা একটি রুটিন মানেন। সেই রোটেশন অনুযায়ী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কাজ করে থাকেন। অভিযোগ, সেখানে জনা কয়েকজনকে দিয়েই স্থায়ীভাবে কাজ করান হচ্ছে। শেষ কয়েকদিনে ২০ জন মহিলা এক নাগাড়ে কাজ করছেন। ফলে বাকিরা আর সুযোগ পাননি। এই নিয়েই চাপা অসন্তোষ ছিল। মঙ্গলবার সকালে ওই মহিলারা যখন রান্না করছিলেন, তখন অপর এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এসে বাধা দেন। দুপক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। কথা কাটাকাটির ফাঁকেই ভিতর থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিকে কেউ গরম জল ছুড়ে মারে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে দুপক্ষের বচসা আরও চরমে ওঠে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সিঙ্গাপুর যেতে পারবেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, বিদেশ যাত্রায় আপত্তি করল না হাইকোর্ট

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বিদেশ যাত্রায় আপত্তি করল না কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার কুণালকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ।

সারদা মামলায় জামিন পাওয়ার ৬ বছর পর বিদেশ যেতে চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কুণাল। সারদা মামলায় তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে যেতে চেয়ে উচ্চ আদালতে আবেদন জানান তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল। এবার তাতে আপত্তি করেনি আদালত।

কুণালের হয়ে মামলাটি লড়েন আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, মামলকারী সাংবাদিক। তিনি সিঙ্গাপুরের এক পলিটেকনিক কলেজের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যেতে চান। এতে তাঁর অধিকার রয়েছে। সিবিআইকে কিছু দিনের জন্য কুণালের পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিতে হবে বলেও জানায় ডিভিশন বেঞ্চ।

আগামী ১৬ জানুয়ারি বিদেশ যেতে পারবেন কুণাল। ৩১ জানুয়ারি তাঁর কর্মসূচি শেষ হওয়ার কথা। হাই কোর্টের নির্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে এসেই আবার পাসপোর্ট জমা দিয়ে দিতে হবে কুণালকে। তাঁকে ব্যক্তিগত ৫ লক্ষ টাকার বন্ডে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

১৯ জানুয়ারি তেলেঙ্গানায় সফর প্রধানমন্ত্রীর, বন্দে ভারতের সূচনা-সহ রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ১৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন হায়দরাবাদে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী, দেশকে উৎসর্গ করবেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প। সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে অষ্টম বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশনের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভূমিপুজো করবেন তিনি।

সেকেন্দ্রাবাদ এবং মাহবুব নগরের মধ্যে ১৪০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ৮৫ কিলোমিটার রেলপথ ডাবলিং লাইন উৎসর্গ করবেন। ১৮৫০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ১৫০ কিলোমিটারের তিনটি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের সম্প্রসারণ কাজের ভূমিপুজো করবেন। এছাড়াও কাজিপেটে ৫২১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রেল পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিং ওয়ার্কশপের ভূমিপুজো করা হবে ওই দিন। এখানেই শেষ নয়, আইআইটি, হায়দরাবাদের ২,৫০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে অনুমোদিত একাডেমিক, গবেষণা ও হোস্টেল ভবনগুলি দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। পরে প্রধানমন্ত্রী সেকেন্দ্রাবাদের প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত জনসভায় অংশ নেবেন।

শ্রদ্ধা হত্যা মামলা: আফতাব পুনাওয়ালার জেল হেফাজত মেয়াদ আরও ১৪ দিন বাড়াল আদালত

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা মামলার অভিযুক্ত আফতাব পুনাওয়ালার বিচার বিভাগীয় হেফাজত আগামী ১৪দিনের জন্য বাড়াল দিল্লির সাকেত আদালত। পুনাওয়ালা কিছু আইনের বই পড়ার জন্য অনুরোধ করেছেন বলে আদালত কর্তৃপক্ষকে তাকে গরম কাপড় দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে।

গত ২৪ ডিসেম্বর পুনাওয়ালার ভয়েস নমুনা পাওয়ার অনুমতি চেয়ে দিল্লি পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। সাকেত আদালতের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বিজয়শ্রী রাঠোর বলেন, 'ন্যায্য বিচার অভিযুক্তের অধিকার। কিন্তু এটাও সত্য যে বৃহত্তর জনস্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তও প্রয়োজন কারণ অপরাধ এড়ানো যেতে পারে না। ' আদালত বলেছে, 'সুতরাং, অভিযুক্তের ভয়েস স্যাম্পলিং পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে তদন্তকারী অফিসারের (আইও) পাঠানো আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দল আজ জোশীমঠ পৌঁছবে, ভেঙে ফেলা হবে অসুরক্ষিত ভবন

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার জোশীমঠ পরিদর্শন করবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি দল। এর আগে জলশক্তি মন্ত্রকের একটি দল ভূমিধস ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা খতিয়ে দেখবে।

অন্যদিকে, চামোলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিমাংশু খুরানার মতে, মঙ্গলবার থেকে রুরকির সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট দলের তত্ত্বাবধানে অসুরক্ষিত ভবনগুলি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। এসডিআরএফ-র সাহায্যে মানুষের জিনিসপত্র অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সোমবার চামোলির বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পক্ষ থেকে প্রকাশিত বুলেটিন অনুসারে, জোশীমঠ শহর এলাকায় মোট ৬৭৮টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে এ পর্যন্ত মোট ৮১টি পরিবার সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অন্যদিকে, সোমবার দেরাদুনে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে দেখা করেন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা। তারা জোশীমঠের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

বেঙ্গালুরুতে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান মেট্রোর স্তম্ভ, মৃত্যু মা ও সন্তানের

বেঙ্গালুরু, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান মেট্রোর স্তম্ভ। মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর আউটার রিং রোডে নাগাওয়ারার কাছে। মেট্রোর পিলার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের দু''জন সদস্যের। এমনটাই জানিয়েছেন বেঙ্গালুরু পূর্বের ডিসিপি ভীমশঙ্কর এস গুলেড। এক মহিলা ও তাঁর আড়াই বছরের ছেলের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। মেট্রোর স্তম্ভ নির্মাণের জন্য লোহার খাঁচা তাঁদের স্কুটারের ওপর ভেঙে পড়ে। মা ও শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার জেরে আউটার রিং রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ডিসিপি জানিয়েছেন, মেট্রোর পিলার ভেঙে দু''জনের মৃত্যু হয়। এফএসএল এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছে।

এদিকে, পিলার ভেঙে পড়ার ঘটনায় কর্ণাটক সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। তিনি বলেছেন, এটা ৪০ শতাংশ কমিশন সরকারের ফল। উন্নয়নমূলক কাজের কোনও গুণমান নেই।

আলিপুরদুয়ার আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : সোনার দোকানে চুরির মামলায় মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল আলিপুরদুয়ারের আদালত।

প্রায় ১৪ বছর আগে ২০২২ সালের আলিপুরদুয়ারে দু'টি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল নিশীথের। তা নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল আলিপুরদুয়ার থানায়। প্রথম ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথের বিরুদ্ধে আই পি সি ৪৫৭,৩৮৫ ও ৪১১ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়। দ্বিতীয় চুরির ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬১, ৩৭৯ ও ৪১১ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এই দুই মামলার বিচার বারাসাতের এমএলএ, এমপি আদালতে বিচারের জন্য গিয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্টের অনুমতি ক্রমে এই দুই মামলা ফের আলিপুরদুয়ারের ট্রায়াল কোর্টে ফেরত আসে।

জোড়া চুরির ঘটনায় গত বছরের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জারি হয়েছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা। ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে নিশীথ প্রামাণিককে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে। এরপর এদিন নিশীথ নিজেই আলিপুরদুয়ার আদালতে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন কর্মী, সমর্থক। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আদালত চত্ত্বর ছিল নিরাপত্তা বলয়ে মোড়া। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বেরিয়ে যান তিনি। এ বিষয়ে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করালেন শরদ পওয়ার, সুস্থ আছেন এনসিপি প্রধান

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র প্রধান শরদ পওয়ার মঙ্গলবার মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে তাঁর ডান চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করিয়েছেন, দলের একজন কর্মী এমনটা জানিয়েছেন। চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৮২ বছর বয়সী শরদ পওয়ারকে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শরদ পওয়ার এখন ভাল আছেন। তাঁর ডান চোখে ছানির অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগে একটি চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছিল শরদ পওয়ারের। শারীরিকভাবে সময়টা খুব ভাল কাটছে না শরদ পওয়ারের।

মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া মেকআপ আর্টিস্টরা এক দিবসীয় এক কর্মশালার আয়োজন করেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ঃ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। উন্নত ভারত গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার গত ৮ বছর ধরে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ সোনামুড়ার নতুন টাউনহলের কনফারেন্স হলে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও ভারী শিল্প প্রতিমন্ত্রী কৃশান পাল গুর্জার একথা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বা'লের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য পূবে সক্রিয় হও (অ্যাক্ট ইস্ট) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই অ'লের জনজাতি মানুষের সার্বিক বিকাশে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পরিকল্পনা। এজন্য বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই অ'লের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গত ৮ বছরে আমূল পরিবর্তন এসেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেই এই অঞ্চলের উন্নয়নে গতি এসেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও ভারী শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বা'লের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যেরও অগ্রগতির পথ সুগম হচ্ছে। ত্রিপুরার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত প্রকল্প ও পরিকল্পনা নিয়েছে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণেও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বিকাশে একলব্য স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক'ষকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ও পিএম কিষাণের মতো প্রকল্প চালু করেছে। এতে রাজ্যের ক'ষকগণ লাভবান হচ্ছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, জল জীবন মিশনে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরায় এই মিশনে এখন পর্যন্ত ৪ লক্ষ ২৫ হাজার বাড়িতে পানীয়জলের সুযোগ পৌঁছে গেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও ভারী শিল্প প্রতিমন্ত্রী ত্রিপুরার প্রাক'তিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম সহায়তা করবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও ভারী শিল্প প্রতিমন্ত্রী ক'শান পাল গুর্জার এদিন কাঁঠালিয়া ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি মনারচক গ্রাম প'ায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পের তিনটি আবাস পরিদর্শন করেন। তাছাড়া তিনি ধনপুর পানীয়জল পরিশোধন প্রকল্প, শান্তিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, বড়নারায়ণ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভবন, রুরবান প্রকল্পে বাগান বাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভবন নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময়ও করেন।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে স্বসহায়ক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে : তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। রাজ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে স্বসহায়ক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। স্বসহায়ক দলগুলি যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে সেজন্য সরকার তাদেরকে সহায়তা করছে। আজ জিরানীয়ার অগিবীণা হলে স্বসহায়ক দলগুলিকে ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, রাজ্যের প্রান্তিক জনপদের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে সেজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। রাজ্যের মানুষকে উন্নয়নে অংশীদার করে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে ও সরকারি পরিষেবা প্রদানে সরকার রাজনীতির উর্ধে উঠে কাজ করছে।

জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস, জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ম' দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের উপকার্যনির্বাহী আধিকারিক কুমারদ্বীপ সরকার। অনুষ্ঠানে ৮টি স্বসহায়ক দলকে ২২ লক্ষ টাকা এবং স্বসহায়ক দলের ২২ জন সদস্য সদস্যাকে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণের মঞ্জুরিপত্র দেওয়া হয়। অতিথিগণ তাদের হাতে ঋণের মঞ্জুরিপত্র তুলে দেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার ৬টি বিদ্যালয়কে ক্রীড়া সামগ্রী, ২৩ জনকে টুয়েপ কার্ড দেওয়া হয়। তাছাড়া ২২০ জন সুনাগরিককে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন রাণীরবাজার গীতা'লি হলেও অনুরূপ এক অনুষ্ঠানে ১৩৬টি স্বসহায়ক দলকে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। তথ্য ও সংস্ক'তিমন্ত্রী তাদের হাতে এই সহায়তা তুলে দেন।

কিরেণ রিজিজু

● **প্রথম পাতার পর** জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিচিতি ছিল। পর্যটকরা এই অঞ্চলে আসতে ভয় পেতেন। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এখন উগ্রপন্থার সমাপ্তি হয়েছে। আফস্পা প্রত্যাহার সম্ভব হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে দুই দশকের অধিক সময়ের ব্রু শরণার্থী সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান হয়েছে।

তিনি আজ দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরায় সাড়ে চার বছরে উন্নয়নের ভিত স্থাপন হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে তার পরিণাম দেখা যাবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই সরকারের সমন্বয়ে ত্রিপুরাও উন্নতির চরম শিখরে পৌছবে।

মিঠুন

● **প্রথম পাতার পর** কল্যানী রায়। দলের পক্ষ থেকে প্রস্তুতিতে কোনও প্রকার খামতি রাখতে চাইছে না। এদিনের এই জনসভাকে সাফল্য মন্ডিত করে তুলতে সকল অংশের মানুষের উদ্যেশ্যে আবেদন রেখেছেন মুখ্য সচেতক কল্যানী রায়। এদিকে, মিঠুন চক্রবর্তী আগামীকাল মজলিশপুরেও সভা করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেলা

● **আটের পাতার পর**

পুণ্যার্থীদের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। অমরপুর বিএসি'র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বিধায়ক র'তি দাস জমাতিয়া হদার তৌমা ফলক মায়ালের পা'য় দিনমণি জমাতিয়া, মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস, অমরপুর ব্লকের বিডিও উৎপল দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। মেলা আয়োজনের জন্য বিএসি'র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়াকে চেয়ারম্যান করে এবং অমরপুর ব্লকের বিডিওকে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিবির

● **আটের পাতার পর**

ওভার অল বেস্ট কলেজ ও স্কুলকে ট্রফি দেওয়া হবে। অন্য সকলকে দেওয়া হবে শংসাপত্র। তিনি জানান, এই ক্যাম্পে আইএএস, আইপিএস, বিএসএফ, আর্মি ও মেডিক্যাল অফিসারগণ ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দেবেন। অনুষ্ঠানে ১৩-ত্রিপুরা বিএন এনসিসি-র কর্ণেল বিনয় রওথান সহ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। ক্যাডেটগণ 'হম সব ভারতীয় হ্যায়' উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন।

হুঁশিয়ারি প্রদ্যোতের

● **প্রথম পাতার পর** রাল্যান্ডের শ্লোগান দিয়ে মাঠে নেমেছে। তাঁর প্রশ্ন ছিল, বাস্তবে গ্রেটার তিপরাল্যান্ড মানুষের কিভাবে উপকারে আসবে তার ব্যাখ্যা এখনো মিলেনি। তবে ওই শ্লোগানে গিরিবাসীদের অবস্থার উন্নতি হবে না, তা নিশ্চিত।

কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের ভীষণ চটে লাল হয়ে গেছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। এক টুইট বার্তায় তিনি সুদীপের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। তবুও ত্রিপুরায় কংগ্রেস নেতৃত্ব আমাদের ন্যায্য দাবিকে উপহাস করছেন। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, প্রদেশ কংগ্রেস আত্মধ্বংসের জন্য চ্যাম্পিয়ন। তাঁর হুশিয়ারি, জনজাতিদের আবেগ নিয়ে উপহাস করবেন না, নতুবা উপযুক্ত জবাব পাবেন। আমরা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার জানি।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, ত্রিপুরায় নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই বিরোধী রাজনীতির খেলা জমে উঠেছে। কংগ্রেস বামেদের সাথে জোটের প্রশ্নে পা বাড়িয়ে রেখেছে। অন্যদিকে, বিরোধী ঐক্যের ডাক দিলেও, তিপরা মথার সাথে কংগ্রেসের স্নায়ুর লড়াই চরমে উঠেছে। ফলে, বিজেপি বিরোধী যুদ্ধে ওই লড়াই শাসক দলকে অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যাবে, তা অস্বীকার করার হয়তো সুযোগ নেই।

আগরতলা বইমেলা ২৪ মার্চ থেকে

● **প্রথম পাতার পর** দপ্তরের অধিকর্তা আশা প্রকাশ করেন এবারের বইমেলায় সর্বোচ্চ ১৬০টি বিভিন্ন আকারের স্টল খোলা হবে। তাছাড়া বইমেলার থিম ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করে স্থির করা হবে। সভায় আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারি হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মদ বলেন, ৪১তম আগরতলা বইমেলায় বাংলাদেশের বেশি সংখ্যক প্রকাশনা সংস্থা ও পুস্তক বিক্রেতা অংশ নেয় সেজন্য তিনি উদ্যোগ নেবেন। সভায় তিনি বইমেলায় বহির্দেশ থেকে যে সমস্ত প্রকাশনা সংস্থা ও পুস্তক বিক্রেতা সংস্থা আসবে তাদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ডেস্ক তৈরি করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়াও প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভায় আলোচনা করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গা প্রসাদ প্রোসাইন, ত্রিপুরা উচ্চশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান অরুণোদয় সাহা, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। এদিনের সভায় বিভিন্ন দপ্তর, প্রকাশনা সংস্থা ও সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় অংশ নেন।

মধু চৌধুরী পাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। রাজ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুণগত শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উন্নত মানবসম্পদ গড়ে উঠে শ্রেণীকক্ষ থেকে। আজ মোহনপুর মহকুমার লেফুঙ্গা ব্লকের মধু চৌধুরী পাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের শিলান্যাস করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা মানে জীবন। শিক্ষা মানে যুক্তি। শিক্ষা মানে অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়া। শিক্ষা মানে বিকাশ। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে। গুণগত শিক্ষার প্রসারে রাজ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এনসিইআরটি পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। ২৯৫টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেফুঙ্গা বিএসির চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা, পূর্ত দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার নিহার র'ন দেববর্মা, লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও ললিত মোহন চাকমা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক রূপন রায়, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সুকুমার দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সোনালক্ষী দেববর্মা। বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হবে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

১২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা

● **প্রথম পাতার পর** বাস পরিষেবার ভাড়া বাবদ ৫০ শতাংশ ছাড় ১৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাছাড়া, টিআরটিসির কর্মচারীদের ১২ শতাংশ মহাঘ ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। ওই সিদ্ধান্ত ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, টিআরটিসি কর্মচারীদের জন্য অর্জিত ছুটি বেতনের আওতায় নিয়ে অবসরকালীন সময়ে নগদ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, জনস্বার্থে টিআরটিসির বাস পরিষেবা পরিচালনার জন্য কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট এবং ধর্মনগর থেকে আনন্দবাজার ভায়া কাঞ্চনপুর পর্যন্ত নতুন রুটের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, পিপিপি মডেলে টিআরটিসি বাস পরিষেবার জন্য নতুন রোড শীগ্রই শুরু হতে চলেছে। নাগেরজলা থেকে শিলাছড়ি, গন্ডাছড়া, ওম্পি এবং সাব্রুম, খোয়াই থেকে মাতাবাড়ি উভয়দিকে এবং জিবি হাসপাতাল থেকে কমলাসাগর কসবা মন্দির যাতায়াত করবে।

বিঁধলেন বিপ্লব ও জিষ্ণু

● **প্রথম পাতার পর** কাচা মরিচ কেলেঙ্কারিও হতো। তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম এখন সরাসরি চাঁদা চাইতে সাহস করে না। বরং অনলাইনে দিয়ে দাও, কাতর সুরে আবেদন জানাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** মজুমদার সহ অন্যান্যরা। বিজয় সংকল্প সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা বলেন, ২০১৮ সালে দেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র নেতৃত্বে মানুষ রাজ্য থেকে দুঃশাসনের সরকারকে উৎখাত করেছেন। তারপর মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ দিয়েছিল। সেই আশীর্বাদের বিশ্বাস বিজেপি রেখেছে। তাই বর্তমানে জন বিশ্বাস রথ যাত্রা শুরু করা হয়েছে। রাজ্যের দুই প্রান্ত থেকে এই জন বিশ্বাস রথ যাত্রা শুরু হয়েছে। কাতারে কাতারে মানুষ এই জন বিশ্বাস রথ যাত্রায় সামিল হচ্ছেন।

জোটের পক্ষে সায়

● **প্রথম পাতার পর** বিজেপিকে ভোট উজাড় করে দিয়েছে। তাতে ২৫ বছরের বাম দুর্গ ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে।

২৩'র বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেসের মিতালি জনসমক্ষে আসতেই কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে রাজনৈতিক মহল এখনই আন্দাজ করতে পারছে না।

কেন্দ্রীয় ন্যায় সামাজিক প্রতিমন্ত্রী জানালেন প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে রাজ্য সরকার কাজ করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের স্বপকে বাস্তবায়িত করতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন আত্মনির্ভর ভারত গঠনে উদ্যোগ নিয়েছে তেমনি রাজ্য সরকারও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। আজ ধনপুরে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাঁঠালিয়া ডিভিশন কার্যালয়ের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক একথা বলেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের সার্বিক বিকাশ ও জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও রাজ্য সরকারকে সব রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। ধনপুরে এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সাবডিভিশন কার্যালয় ও একটি মার্কেট স্টলেরও উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এদিন কাঁঠালিয়া ব্লকের বানিয়াছড়ায় গোমতী নদীর উপর একটি ব্রিজের শিলান্যাস করেন। এই ব্রিজটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এদিন বানিয়াছড়া উচ্চবিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবন নির্মাণের ও তেলকাজলাতে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের শিলান্যাস করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এদিন দক্ষিণ মহেশপুরে ২০ কক্ষ বিশিষ্ট মার্কেটস্টল ও স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে বৈ'ানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন।

পাঁচ দিন ধরে নির্জলা লালসিংমুড়ায় ৪০ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। পাঁচ দিন যাবৎ পানীয় জল বিচ্ছিন্ন লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড শিখড়িয়া এলাকার ৪০টি পরিবার। মঙ্গলবার সকালে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে দ্রুত এলাকায় পানীয় জল দেওয়ার দাবি জানান এলাকাবাসী। দীর্ঘ পাঁচ দিন যাবৎ পানীয় জল বিচ্ছিন্ন লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড শিখড়িয়া এলাকার ৪০টি পরিবার। বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার সকালে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে দ্রুত এলাকায় পানীয় জল দেওয়ার দাবি জানান এলাকাবাসী। জানা যায় লাল সিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড শিখড়িয়া ৪০টি পরিবার দীর্ঘ পাঁচ দিন যাবত জল থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। এলাকাবাসী বারবার পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না এলাকায় পানীয় জল দেওয়ার। বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে একরাশ ক্ষোভ উপরে দেয় এলাকাবাসী এবং দ্রুত এলাকায় পানীয় জলের দাবি তোলেন।

মিশন জিরো পোল ভায়োলেন্স : বিলোনীয়ায় সভা ও জম্পুইজলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শান্তিরবাজার(ত্রিপুরা), ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : মিশন জিরো পোল ভায়োলেন্স নিয়ে বিলোনিয়ায় সভা এবং জম্পুইজলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন বিলোনীয়া পুরপরিষদের সভাগৃহে মিশন জিরো পোল ভায়োলেন্স ও মিশন ৯২৯ কর্মসূচি নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অসীম সাহা। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশিস বিশ্বাস, আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ, বিলোনীয়া মহকুমার তিনটি বিধানসভা ক্ষেত্রের সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণ, বিলোনীয়া মহকুমার বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক, সেক্টর অফিসারগণ, মহকুমার সাংবাদিকগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ। সভায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এদিকে, জম্পুইজলা মহকুমা শাসক কার্যালয়ে সোমবার মিশন জিরো পোল ভায়োলেন্স ও মিশন ৯২৯ কর্মসূচি নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালায় জম্পুইজলা মহকুমার মহকুমা শাসক দেবদাস দেববর্মা শান্তিপূর্ণভাবে এবং সবার অংশগ্রহণে রাজ্য বিধানসভার আসন্ন নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সবার সহযোগিতা চেয়েছেন। সভায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবপ্রসাদ রায় জানান, ১২-টাকারজলা (এসটি) এবং ১৭-গোলাঘাটি (এসটি) বিধানসভা আসনে নির্বাচনের জন্য শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই তিন কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে আরও পাঁচ কোম্পানী আধাসামরিক বাহিনী শীঘ্রই এসে পৌঁছে যাবে। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সেক্টর অফিসারগণ, ডিসিএম মায়ুক দত্ত মজুমদার, সুইবুই মগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

করিমগঞ্জে ১১-১৭ জানুয়ারি সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ জানুয়ারি (হি.স) : জাতীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রালয় ও রাজ্যের পরিবহণ কমিশনারের গাইডলাইন অনুসারে ১১ থেকে ১৭ জানুয়ারি 'স্বচ্ছতা পক্ষ ২০২৩'-এর অধীনে করিমগঞ্জেও সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে। সড়ক সপ্তাহ পালন উপলক্ষে ১১ জানুয়ারি বুধবার সকাল ৯-টায় করিমগঞ্জ সার্কিট হাউস থেকে সড়ক সুরক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এক সচেতনতা বাইক রেলির আয়োজন করা হয়েছে।

করিমগঞ্জ পুলিশ ও যানবাহন ডিলারদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠেয় এই রেলির সূচনা করবেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। করিমগঞ্জ সার্কিট হাউস থেকে শুরু হয়ে এই বাইক রেলি বাবা হোটেল, করিমগঞ্জ বাইপাস, পোয়ামারা, এওসি পয়েন্ট হয়ে আবার সার্কিট হাউসে ফিরে আসবে। এ উপলক্ষ্যে সড়ক সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রধান স্থানগুলিতে হোর্ডিং, ব্যানার ইত্যাদি লাগানো হবে। এতে লিফলেটও বিতরণ করা হবে।

এদিকে ১২ জানুয়ারি জেলার স্কুল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সড়ক সুরক্ষার পঞ্চসূত্র, অপ্রাপ্তবয়স্কদের যানবাহন চালানো ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে সচেতনতা চালানো হবে। পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সড়ক সুরক্ষার থিম নিয়ে ওইদিন শহরের শম্ভু সাগর পার্কে সকাল ৯-টায় অঙ্কন, বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। ১৩ জানুয়ারি, শুক্রবার "গুড সামারিটান স্কিম"-এ জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করতে জেলা জুড়ে পোস্টার, ব্যানার সব হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, অটোমোবাইল ডিলারদের ফার্মে লাগানো হবে।

ওইদিন জেলা সড়ক সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা ও ব্ল্যাক স্পটের পাশে স্থানীয়দেরকে নিয়ে সচেতনতা সভা করা হবে। পাশাপাশি সব সহযোগী বিভাগকে নিয়ে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার যৌথ পরিদর্শন এবং প্রতিরোধী ব্যবস্থায় রোড সাইনেজ, মার্কিং ও রাস্তার পাশের বাধা অপসারণের ব্যবস্থা করা হবে। ওইদিনই অধিক গতিতে এবং মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালকদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হবে।

১৪ জানুয়ারি, শনিবার জেলার বাজার এলাকায় পথনাটিকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সড়ক সুরক্ষার সচেতনতা চালানো হবে এবং যানবাহন সংস্থাগুলির সহযোগিতায় চালক ও সহচালকদের মধ্যে সড়ক সুরক্ষার সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। এর সঙ্গে অধিক গতিতে ও মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালকদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এই সপ্তাহের পঞ্চম দিন ১৫ জানুয়ারি, রবিবার জেলায় জনগণকে সড়ক সুরক্ষায় সচেতন করতে মাইক যোগে ও লিফলেট বিতরণ করা হবে এবং সড়ক নিরাপত্তায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উদ্ভাবনী কার্যসূচি সম্পর্কে সচেতন করা হবে। ১৬ জানুয়ারি করিমগঞ্জের এএসটিসি প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য বিভাগ, জেলা পরিবহণ বিভাগ, পুলিশ ও যানবাহন সংস্থাগুলির সহযোগিতায় গাড়ির চালক এবং সহচালকদের চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হবে। ওই দিনই সড়কে চলাচলকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত নিয়মাবলীর বিষয়ে সচেতন করা হবে।

১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার সপ্তাহব্যাপী সচেতনতা কার্যসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। সপ্তাহব্যাপী কার্যসূচিকে সফল করে তুলতে জেলা সড়ক সুরক্ষা কমিটির সহযোগী বিভাগের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা কামনা করেছেন করিমগঞ্জের জেলা পরিবহণ আধিকারিক।

বারইগ্রাম আশ্রমে ভাগবতপাঠ সম্পন্ন

বারইগ্রাম (অসম), ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : বিবিধ মাঙ্গলিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে আজ মঙ্গলবার বারইগ্রাম আশ্রমে সম্পন্ন হল সাপ্তাহব্যাপী ভাগবত পাঠের আসর। আগামীকাল বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে রাধারানির তিরোধান ও অন্যান্য উৎসব।

শ্রীশ্রী গোপাল জিউ, শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমে ১৩ দিনব্যাপী নানা কার্যসূচির মধ্যে সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদভাগবত পাঠ শেষে শুরু হতে যাচ্ছে গুরুমাতা শ্রীশ্রী রাধারানি গোস্বামী জিউর ১৪-তম তিরোধান উৎসব সহ ষোলো প্রহরব্যাশপী হরিনাম সংকীর্তন এবং রথ যাত্রা। নির্ধারিত কার্যসূচিতে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ভাগবত পাঠ শেষে ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে গুরুমাতার তিরোধান উৎসব তিথি। সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে ষোলো প্রহর ভূবনমঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন। এতে অধিবাস ও পূর্ণায় অংশগ্রহণ করবেন নবদ্বীপের রাইবিনোদিনী সম্প্রদায়ের গোপাল বাবাজি। কীর্তন পরিবেশন করবে শিলঙের প্রাণগোবিন্দ সম্প্রদায়, করিমগঞ্জের শিবু গোসাঁই সম্প্রদায়, ধর্মনগরের (ত্রিপুরা) অঞ্জন রায় সম্প্রদায়। ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে রথযাত্রা উৎসব। এতে সনাতনী ভক্তদের উপস্থিতি সহ সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন আশ্রমের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সভাপতি সুনীল পাল, সম্পাদক তরুণ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ কৌশিকরঞ্জন দে, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অরূপ রায় প্রমুখ।

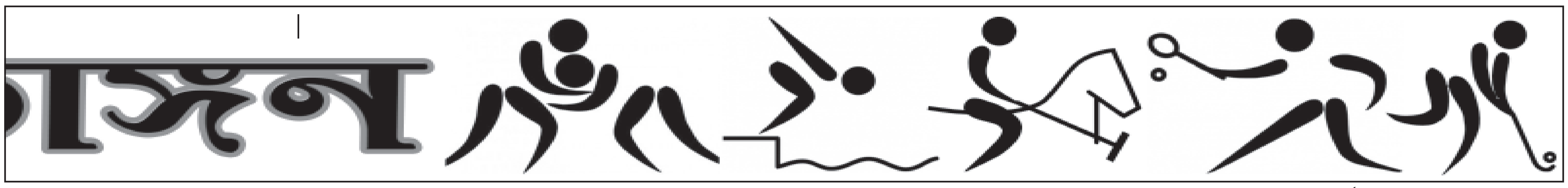

জুয়েলসকে নয় গোল এগিয়ে চলোর নিয়মের গ্যারাকলে ট্রফি টিএফএ''র কোর্টে

এগিয়ে চলো-৯
জুয়েলস-০
(অ্যারিস্টাইড-জোড়া হ্যাটট্রিক, পারভেজ-২, মোস্তাফা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। লিগ সাব কমিটির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স' চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলের শেষ ফলাফল। জুয়েলসের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেলেও দলের কোচ সুজিৎ হালদার এবং ম্যানেজার দীপক বনিকের ক্ষাণিকের ভুলে সম্ভবত পয়েন্ট হারাতে চলেছে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। টি এফ এ সূত্রে এমনই খবর। রাজ্য ফুটবল সংস্থার নিয়মানুসারে প্রতি ম্যাচে স্থানীয় ৫ জন ফুটবলার ৯০ মিনিট প্রথম একাদশে থাকতেই হবে। সে ভাবেই শুরু করেছিলো এগিয়ে চলো। কিন্তু ম্যাচের ৫১ তম মিনিটে গোল রক্ষক বুদ্ধ দেববর্মাকে তুলে বিশাল লামাকে মাঠে নামাতেই এগিয়ে চলোর স্থানীয় ফুটবলারদের মধ্যে একজন কমে যায়। প্রায় ১৪ মিনিট ৪ জন স্থানীয় ফুটবলার নিয়ে খেলে এগিয়ে চলো। তা নিয়েই লিখিত অভিযোগ জানান জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে পুরি প্রসাদ দেববর্মা। জুয়েলসের অভিযোগমূলে শেষ সময়ে প্রীতম সরকারকে মাঠে নামলেও কোনও সুবিধে করতে পারেনি মেলারমাঠের ওই ক্লাবটি। জুয়েলসের অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফি দেওয়া থেকে বিরত থাকে রাজ্য ফুটবল সংস্থা। কিন্তু চিজুবাকে (১৫ গোল) সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার দিয়ে রাজ্য ফুটবল সংসথার কর্তারা বুঝিয়ে দিলেন চ্যাম্পিয়নশীপের ফলাফল অন্যরকম হতেই পারে। এদিকে এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এগিয়ে চলো কার্যত চিরে খেলো জুয়েলসকে। ম্যাচে ৯-০ গোলে জুয়েলসকে বিধ্বস্ত করে এগিয়ে চলো। ম্যাচে এগিয়ে চলোর অ্যারিস্টাইড একাই জোড়া হ্যাটট্রিক করেন। এছাড়া পারভেজ ভুঁইয়া দুটি এবং মোস্তাফা ১ টি গোল করেন। ৬ গোল করলেন এদিন নিসন্দেহে ম্যাচের সেরা ছিলেন মোস্তাফা। নিজে ১ টি গোল করলেও কমকরে আরও ৫ টি গোল করিয়েছেন। সঙ্গত কারনেই ম্যাচের সেরা ফুটবলার বেছে নেওয়া হয় মোস্তাফাকে। খেলা পরিচালনা করেন তাপস দেবনাথ।

অনূর্ধ ১৩ : রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে এগিয়ে চলো ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে এগিয়ে চলো সংঘ ফাইনালে। খেলা হচ্ছে টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সেমিফাইনাল ম্যাচে রোমাঞ্চকর ভাবে সাত রানে চাম্পামুড়াকে হারিয়ে এগিয়ে চলো সংঘ ফাইনালের ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। পক্ষান্তরে জেতা ম্যাচ শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া করে ব্যর্থ মনোরথে ঘরে ফিরছে চাম্পামুড়া। দলীয় স্কোর ৯৫ থেকে ৯৭ এর মধ্যে ৫ উইকেটের পতনই চাম্পামুড়ার অঘটন। তখনও ৯ বল খেলার বাকি। সাত রানে হেরে বিদায় চাম্পামুড়ার। খেলা হয়েছে নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে। সকাল সোয়া ৯টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ময়ূক চৌধুরীর ৩৩ রান এবং সুমন যাদবের ২১ রান উল্লেখযোগ্য। অতিরিক্ত হিসেবে প্রাপ্ত ২৪ রানও মর্যাদা পেয়েছে আজ। চাম্পামুড়ার তানিশ চক্রবর্তী দুটি এবং রাহুল পাল, অয়ন দেবনাথ ও সন্দীপন দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া ৩৮.৩ ওভার খেলে ৯৭ রান সংগ্রহ করে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জয়ের জন্য যখন ৩৪ বলে ১২ রান প্রয়োজন তখনও ছয়টি উইকেট বর্তমান। নিশ্চিত জয়ের হাতছানি পেয়েও চাম্পামুড়া শেষ মুহূর্তের ব্যর্থতায় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। সন্দীপন দাস ৩৯ রান, রাহুল পাল কুড়ি রান পেয়েছিল। এগিয়ে চলো''র রাজদীপ সিং, অনিরুদ্ধ বণিক, রনবীর দাশ ও সৈকত বৈশ্য প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। প্রত্যয় দাস চৌধুরী পেয়েছে একটি উইকেট। রাজদীপ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রঞ্জি : ব্যাটিং ব্যর্থতায় রেলে আটকে মুখ থুবড়ে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। রেলে আটকে একেবারে মুখ থুবরে ত্রিপুরা। প্রথম দিনেই প্রথম ইনিংসে লিড নিল রেলওয়েজ। এখন বোলিংয়ে এবং পরে ব্যাটিংয়ে ত্রিপুরা শিবিরে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ার মত অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটাতে পারলে হয়তো খেলার চেহারা পাল্টে যাবে। অন্যথায় রেলওয়েজের কাছে সরাসরি পরাজয় ব্যতিরেকে উপায় অন্তর নেই বললেই চলে। রঞ্জি ট্রফির রেলওয়েজ বনাম ত্রিপুরার ম্যাচ। খেলা হচ্ছে নিউ দিল্লির কার্নাইল সিং লালভাই কন্ট্রাক্টর স্টেডিয়ামে। টস জিতে ত্রিপুরার অধিনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পুরো দলটাই যেন রেলের আকাশ পান্ডে, কর্ণ শর্মা ও অমিত কুইলার বোলিং দাপটে দুমড়ে মুচরে যায়। ৪৯ ওভার তিন বল খেলে ত্রিপুরা দল ৯৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে বিক্রম কুমার দাসের ৩৫ রান, ঋদ্ধিমান সাহার ২৪ রান এবং মনি শংকর মুড়াসিং এর ১৪ রান ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের রানে পৌঁছুতে পারেনি। রেলওয়েজের আকাশ পান্ডে ১৮ রানে চারটি, কর্ণ শর্মা ১৫ রানে তিনটি এবং অমিত কুইলা ১৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রেলওয়েজ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৮ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে এক উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার শিবম চৌধুরী ৬০ রানে এবং প্রথম সিং ৫৬ রানে উইকেটে রয়েছেন। রেলওয়েজ ৩০ রানে এগিয়ে রয়েছে। ত্রিপুরা রানা দত্ত একমাত্র উইকেটটি পেয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সংক্ষিপ্ত স্কোর: ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ৯৬ রান। রেলওয়েজ প্রথম ইনিংসে এক উইকেটে ১২৬ রান।

সি.কে নাইডু ট্রফি : মিজোরামকে ইনিংস সহ ৪৪ রানে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ইনিংস সহ ৪৪ রানে দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার। হারিয়েছে তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ মিজোরামকে। কর্নেল সি.কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৫ ক্রিকেটে দেড় দিন আগেই ত্রিপুরা ম্যাচ জিতে নিয়েছে। ঘরের মাঠে অনেকটা দাপটের সঙ্গে খেলে ত্রিপুরা ইনিংস সহ ৪৪ রানের ব্যবধানে মিজোরাম কে হারিয়ে বোনাস সহ মোট ৭ পয়েন্ট অর্জন করেছে। প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাবের সঙ্গে ম্যাচ ড্র হলেও লিড নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তি এবং আজ, মঙ্গলবার মিজোরাম ম্যাচ থেকে ৭ পয়েন্ট পেয়ে মোট ১০ পয়েন্ট নিয়ে ত্রিপুরা ভালো অবস্থানে রয়েছে। নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে রবিবারে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মিজোরাম প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ঘরের মাঠে ত্রিপুরা প্রথম দুই দিনে ৭৬ ওভার ৫ বল খেলে ৮ উইকেটে ৩১৮ রান সংগ্রহ করে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। দলের পক্ষে পল্লব দাসের ১২৩ রান এবং শংকর পালের ৫৪ রান ও বিক্রম দেবনাথ এর অপরাজিত ৭২ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। জবাবে মিজোরাম প্রথম ইনিংসে ১৪২ রান সংগ্রহ করলে ফলোঅনে পুনরায় ব্যাট করতে নামে। ৪৬ ওভার খেলে ১৩২ রানে মিজোরাম তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরার সন্দীপ সরকারের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মিজোরাম ২ ইনিংসেই কুপোকাত হয়। সন্দীপ ২ ইনিংসে ১২ উইকেট তুলে নেয় ৭৮ রানের বিনিময়ে। মিজোরামের নুনফেলা প্রথম ইনিংসে ৭৯ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সাহিল রেজা ৪৭ রান সংগ্রহ করে কিছুটা চেষ্টা করলেও কার্যত অন্যদের ব্যর্থতায় কোন রকম প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি। সংক্ষিপ্ত স্কোর: ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৩১৮ রানে ইনিংস ঘোষণা। মিজোরাম প্রথম ইনিংসে ১৪২ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩২ রান।

ভূপেন স্মৃতি টেনিসের এনন্টির শেষ দিন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ২৬-তম ভূপেন দত্ত ভৌমিক মেমোরিয়াল স্টেট টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ আগামী ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যেই তাদের নিজেদের অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গেলস এবং ডাবলস দুই বিভাগেই খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দেরকে আগামীকাল বিকেল পাঁচটার মধ্যে কোচ চিন্ময় দেববর্মার কাছে নাম জমা দিতে আহবান করা হচ্ছে। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডা: সুজিত রায় এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

অনূর্ধ ১৩ : মৌচাককে সহজে হারিয়ে প্রগতি ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সহজ জয় প্রগতির। হারিয়েছে মৌচাককে। ৯৬ রানের বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। আগামী ১২ জানুয়ারি টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের ফাইনালে প্রগতি প্লে সেন্টার খেলবে এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের অপর সেমিফাইনালে প্রগতি প্লে সেন্টার অনেকটা সহজ জয় ছিনিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে। সকাল ন''টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক প্লে সেন্টার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে প্রগতি নির্ধারিত ৪০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশু দেবের ৭৯ রান এবং অর্পণ ভট্টাচার্যের ৩৭ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, যশ দেববর্মা পেয়েছে ২১ রান। মৌচাকের কৌশিক দাস, নীরব দাস ও স্নেহাংশু রায় প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নামলে প্রগতির অনিকেশ, দেবপ্রিয়দের বোলিং দাপটে মৌচাক খুব দ্রুতই ভেঙে যায়। ৩০ ওভার ৫ বল খেলে মৌচাক ৭১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। ওপেনার স্নেহাংশু রায় সর্বাধিক ২৩ রান পেয়েছিল। এছাড়া ভিকি সাহার ১৬ ও রিয়াজ উদ্দিনের ১০ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। প্রগতির অনিকেশ বিশ্বাস ১৭ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, দেবপ্রিয় দে দুটি এবং অর্পণ ভট্টাচার্য, আয়ুষ সরকার ও শিবরাজ ভট্টাচার্য একটি করে উইকেট পেয়েছে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
TRIPURA UNIVERSITY
(কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় / A Central University), ত্রিপুরা (প.)/ Tripura (W), পিন / PIN - 799022

No. TU/FIN/Equip/13/Vol-X/20 NOTICE INVITING e-TENDER Date: 10/01/2023

Tripura University invites e-Tender from resourceful, experienced and bonafide manufacturer's/ suppliers/authorized dealer/agent for supply, installation and commissioning of open air Gymnasium and Children's Park at Tripura University. The Details can be seen at Tripura University website: www.tripurauniv.ac.in. However, for submission of documents please visit https://mhrd.euniwizarde.com (NB: Hindi version is available at T.U. website)

Sd/-, (Pranay Pal), Asstt. Registrar (Finance)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৪ই জানুয়ারী থেকে ১৫ই জানুয়ারী, ২০২৩ ইং পৌষ সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে চন্দনমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলী এস.বি. স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে এক মেলার আয়োজন করা হবে। উক্ত মেলায় যে সকল দোকানদাররা স্টল দিতে ইচ্ছুক তারা নলছড় আর.ডি. ব্লক অফিসে এসে বি.ডি.ও, নলছড় এর নিকট স্টলের বিবরনসহ আবেদনপত্র ও ধার্যকৃত কর জমা দিলে বরাদ্দকৃত স্টলের ক্রমিক নম্বর প্রদান করা হবে। যেসকল দোকানদাররা প্রথমে আসবে তারা অগ্রাধিকার পাবে এবং সেই অনুসারে ভিট বন্টন হবে। প্রতি দোকানদারের জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ জায়াগার পরিমান ১০ হাত/১০ হাত। আবেদনপত্র ও ধার্যকৃত কর জমা দেওয়ার তারিখ ১১/০১/২০২৩ ইং থেকে ১৩/০১/২০২৩ ইং (সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত)। তার পূর্বে ভিট বন্টন শেষ হয়ে গেলে আর আবেদন করা যাবে না।

ধার্যকৃত কর:-হাত প্রতি ১০০ টাকা

যোগাযোগের নম্বর :- ৭০০৫৫৮৩৫৯৬/ ৯৩৬৬৯৬৪৫৭৫/ ৮৯৭৪৩২১৮০৪

ইতি
নিবেদক
sd/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক

ICA/D-1861/23

রাইজিং ফুটবলার নাইসা সেরা গোলরক্ষক বুদ্ধ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সমাপ্তি ঘটলো শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগের। আসর শুরু হবার পূর্বেই টি এফ এ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো এবার চ্যাম্পিয়ন ,রানার্স ছাড়া ও বেশ কয়েকটি বিভাগে পুরস্কার দেয়া হবে। যথারীতি মঙ্গলবার শেষ হলো চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগের অন্তিম ম্যাচ। এই ম্যাচটায় মুখোমুখি হলো এগিয়ে চলো সংঘ বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। তাতে এগিয়ে চলো সংঘ নয় গোলে জয় পেলেও জুয়েলসের অভিযোগের ভিত্তিতে ফলাফল ঘোষনা হলো না। ওই অভিযোগ নিয়ে এখন বিচার্য বিষয় টি এফ এর লীগ কমিটির। তাই চাম্পিয়ন ও রানার্সের পুরস্কার আপাতত স্থগিত রইলো এদিন উমাকান্ত ময়দানে। তবে বাকি পুরস্কার গুলো অতিথিরা তুলে দিলেন বিজয়ীদের হাতে। আসরে উদীয়মান ফুটবলার হিসেবে নির্বাচিত হলেন এগিয়ে চলো সঞ্জের নাইসা জমাতিয়া। সেরা গোল রক্ষক এগিয়ে চলো সঞ্জের বুদ্ধ দেববর্মা। টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার হলেন এগিয়ে চলো সঞ্জের বিদেশি ফুটবলার মুস্তাফা। তিনজনই এবছর খেললেন এগিয়ে চলো সংঘের হয়ে। সর্বোচ্চ গোল দাতার পুরস্কার পেলেন ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিদেশি চিজুবা ক্রিস্টোফার। একই সঙ্গে পাঁচজন রেফারিকে ও আর্থিক পুরস্কার দেয়া হলো আয়োজকদের তরফে। রেফারিরা হলেন তাপস দেবনাথ, আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস, বিপ্লব সিনহা এবং অসীম বৈদ্য। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাঠে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মেয়র দীপক মজুমদার, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার অর্পিতা সাহা, টি এফ এর পেট্রন রতন সাহা, সভাপতি প্রণব সরকার, সহসভাপতি রূপক সাহা, সচিব অমিত চৌধুরি সহ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চারজন প্রাক্তন ফুটবলার সহ টি এফ এর কর্ম কর্তারা। একে একে অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে আর্থিক পুরস্কার গুলো তুলে দিলেন। তবে পুরস্কার বিতরণীর যে উন্মাদনা তা লক্ষ্য করা যায়নি ফুটবলারদের মধ্যে। পরে ক্রীড়া মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হলো নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার। আর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে গেলে খেলার মাঠ বড় ভূমিকা নিতে পারবে। সেই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছে। আগামীদিনে রাজ্যে বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক ফুটবল আসর করারও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

দীর্ঘ ফুটবল জীবনের ইতি টানলেন কর্ণেন্দু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। দীর্ঘ ফুটবল জীবনের ইতি টানলেন একসময়ের রাজ্যের সেরা ফুটবলার কর্ণেন্দু দেববর্মা। ১৯৯৪ সালে জুয়েলসের হয়েই ১৩ বছর বয়সে ফুটবল মাঠে আত্মপ্রকাশ হয়েছিলো ওই মাঝমাঠের ফুটবলারটি। প্রায় ২৯ বছর পর জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের হয়েই নিজের ফুটবল জীবনের সমাপ্তি ঘটালেন কৃষি দপ্তরে কর্মরত ওই ফুটবলারটি। ফুটবল থেকে অবসর নিলেন মাঠ ছাড়ছেন না। এখন ফুটবলার তৈরীর দিকে নজর দেবেন মঙ্গলবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আবছা চোখে একথাই জানালেন। অ্যাসোসিয়েশনের একসময়ের তারকা ফুটবলার তথা বর্তমান কোচ কর্ণেন্দুকে সম্মান জানাতে পিছপা হননি জুয়েলস কর্তারাও। খেলা শেষে মাঠেই সম্মান জাননা হয় কর্ণেন্দুকে। তুলে দেওয়া হয় স্মারক। মানস ব্যানার্জির ছাত্র কর্ণেন্দু আগরতলার প্রায় সব ক্লাবের হয়েই খেলেছেন। ত্রিপুরার হয়ে প্রায় ২২ টি জাতীয় আসরে অংশ নিয়েছিলেন।গোল করেছেন প্রায় ১৭ টি। এদিন 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স' চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলের শেষ ম্যাচে ১০ মিনিটের জন্য মাঠে নেমেছিলেন কর্ণেন্দু। শেষ ১০ মিনিটে বুড়ো পায়ের ভেলকিতে মাতালেন মাঠ। শেষে কর্ণেন্দু বলেন,'যে ক্লাবের হয়ে ফুটবলজীবন শুরু করেছিলাম সেই ক্লাবের হয়ে শেষ করার সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ কর্তাদের কাছে। এখন আমার লক্ষ্য ফুটবলার তৈরী করা। তা মাথায় রেখেই কাজ করে যাবো'।

প্রখ্যাত বডিবিল্ডার আরম্বাম ববি সিং রাজ্যে আসছেন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। চার দিনের রাজ্য সফরে আসছেন বিশ্বখ্যাত বডিবিল্ডার আরম্বাম ববি সিং। আগামী ১৪ জানুয়ারি দেশের গর্ব বডি বিল্ডিং এবং ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রির আইকন, একাধিকবার মিস্টার ওয়ার্ল, মিস্টার ইউনিভার্স, মিস্টার এশিয়া, মিস্টার ইন্ডিয়া টাইটেল বিজয়ী মনিপুর নিবাসী আরম্বাম ববি সিং ত্রিপুরায় আসছেন। তিনদিন রাজ্যে অবস্থানকালে তিনি ফিটনেস এবং বডিবিল্ডিং এর সঙ্গে জড়িত রাজ্যের ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে টিপস দেবেন। কলা কৌশল শেখাবেন কিভাবে নিজেদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একদিনের একটি ফ্রি ফিটনেস ওয়ার্কশপ করা হবে রাজ্যের খেলোয়ারদের নিয়ে। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে ১৩তম ওয়ার্ল বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ১৪তম মিস্টার ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে জাজ হিসেবে অংশ নিয়ে ত্রিপুরার তনয় দাস এতটাই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, উনার মতে রাজ্যের বডিবিল্ডিং এবং ফিটনেস বিষয়ক খেলোয়ারদের উন্নতির জন্য এ ধরনের উদ্যোগ একান্তই আবশ্যক। এক বিবৃতিতে তনয় দাস এ বিষয়ে জানিয়েছেন।

অনূর্ধ ১৭ গার্লস ফুটবলে জয়ী বিশ্রামগঞ্জ পি সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। জয় পেলো বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার। নূণ্যতম গোলে পরাজিত করলো কিল্লার মাইথু থংবাড়ি স্কুলকে। খেলো ইন্ডিয়া অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের ফুটবল প্রতিযোগিতায়। ফুটবল ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং রাজ্য ফুটবল সংস্থার উদ্যোগে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার সকালে হয়েছে আসর।

এদিন ম্যাচের শুরুতে ফুটবলারদের উৎসাহিত করতে এবং প্রতিভাবান ফুটবলার বাছাই করার লক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে দেবব্রত সরকার, বিকাশ পাঁজি, সুমিত মুখার্জি এবং দীপ্তনু মোহন বসু। ওনারা ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং ফুটবলারদের ভালো খেলার জন্য উৎসাহিত করেন। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলের লড়াইয়ে খেলা উপভোগ্য হয়ে উঠে। গতি এবং শক্তি তেমন না থাকলেও দুদলের ফুটবলারদের দক্ষতা উৎসাঐহিত করেছে মাঠে উপস্থিত ক্রীড়াপ্রেমীদের। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার দুই মিনিট আগে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে জ্যোৎস্না ওরাং। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরানোর জন্য কিল্লার মাইথু থংবাড়ি স্কুলের ফুটবলাররা ক্রমাগত আক্রমণ করলেও জাল নাড়াতে ব্যর্থ হয়। খেলা পরিচালনা করেন বিপ্লব সিনহা।

PNIT NO: ePT55/EE/RD/DIV/KCP/2022-23
Dt. 03.01.2023

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 13.01.2023 for 03 (THREE) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2022-23. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer RD
Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA/C-4151/23

PNIT NO: ePT58/EE/RD/KCP/DIV/2022-23
Dt. 07.01.2023

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 21.01.2023 for 05 (FIVE) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2022-23. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA/C-4153/23

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited by the undersigned on the behalf on the Govt. of Tripura from prospective reputed firm/ authorized distributor/agent/ supplier/ dealer or interested person for carring, loading, unloading work of A grade rice from FCI Godown, AD Nagar to IGM Hospital, Agartala.

The quotations from with detailed description of work & terms & condition will be available from the office of the Medical superintendent IGM Hospital, Agartala on any working days during the office hours from 11.00 hrs to 16.00 hrs free of cost upto 16/01/2023.

The quotations would be received at the office of the undersigned 17.00 hrs 16/01/2023 by speed post / currier service by hand & will be opened on next working days in the office of the Medical superintendent, IGM Hospital, Agartala

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala

ICA/C-4138/23

PNIe-T NO:- 59/EE-I/2022-23, Dated 06/01/2023

The Executive Engineer, Division No-1, PWD (R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 27-01-2023 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA/C-4132/23

ADDENDUM

Please read as per vide Tender Notice No F.4-345(Vol-1)/DM/W/TW/TFD/Tender/2022-23/ 114- 117 Dated, 7th January-2023 it is mentioned that the Terms & Conditions point no. 1 to 12 contents shall remain unchanged and along with the new point No.13 to 15 are given below:

13. The Farm should submit minimum 3 years work experience for providing/serving dinner/ lunch dishes at least 500 (five hundred) dishes in the State Level Govt. Programme during FY: 2019- 20, FY: 2020-21 and FY: 2021-22.

14. The Farm should submit GST Return / Society Certificate / Food Licence / Pan Card / Income
Tax Return/Tax Clearance Certificate / Trade Licence.

Particulars / Items	Rate quoted
Dinner Dish	
A. Non-Veg Dish	Rs.305/- per dish
B. Vegetarian Dish	Rs.300/- per dish
Const. of wating Pandal 200 nos. sitting capacity for invitees	Rs.20/- per Sq. ft.
Const. of waiting Penndel 50 Nos. sitting capacity for VIP	Rs.30/- per Sq.ft.
Dining Hall Decoration	Rs.50/- per Sq.ft.
Side Screen Wall	Rs.7/- per Sq.ft.
Dining Table with cover	Rs.50/- per table
Plastic chair with cover	Rs.8/- per chair
Washing Basin	Rs.800/- per set
Front Gate with Flex with clotha (Box)	Rs.15,000/-fixed
Sofa	Rs.300/- per set
VIP Chair	Rs.50/- per chair
Generator	Rs.1000/- per day
Tube Light	Rs.10/- per light
Tea Table for VIP	Rs.80/- per table.
Carpet	Rs.5/- per Sq.ft.
CFL Bulb	Rs.30/- per bulb
Mattel Light	Rs.300/- per light
Table Flower (Bouquet)	Rs.150/- per each

The interested Food Suppliers / Caterers / Decorators may submit rate of quotation for supplying of dinner as per approved menu & Const. Waiting Pandal /Chairs / table etc against items / particulars (including all taxes) to the office of the District Welfare Officer, West Tripura attached to DM & Collector, West Tripura District within 12th January- 2023 up to 2.00 PM along with supporting documents of the firms. The quotation will be opened on 13th January- 2023 at 04.00 PM, in presence of the Bidder or the representative of the bidders.

(K. Debbarma, TCS)
District Welfare Officer
West Tripura, Agartala

ICA/C-4156/23

ন ওপেনে খেলতে
সবা খেলোয়াড়ই

আগরতলা বইমেলা নিয়ে মঙ্গলবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে কৃষকের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। কৃষকরা হলেন অন্নদাতা। রাজ্যে ক'ষির উন্নয়ন এবং ক'ষকের কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। এসমস্ত পরিকল্পনা রাজ্যে রূপায়ণ করা হচ্ছে। কৃষকদের সার্বিক বিকাশের জন্য রাজ্যে কিষান ক্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে ১৩৮৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। আজ উদয়পুর বনদোয়ার প্রাথমিক কৃষি গ্রামীণ মার্কেটের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। ক'ষকদের আয় বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার সার, কৃষি যন্ত্রপাতি বীজ ইত্যাদি প্রদান করছে। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ণের জন্যও রাজ্য সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস। উল্লেখ্য, এই বাজার শেড নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। এছাড়া এদিন ইছাছড়া প্রাথমিক গ্রামীণ ক'ষি মার্কেটেরও উদ্বোধন করেন ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি সেখানে ক'ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ক'ষকদের সার্বিক বিকাশে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন তিনি। উল্লেখ্য, এই বাজার শেড নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। স্বাগত ভাষণ দেন ক'ষি দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়। তিনি আজ তুলামুড়ায় নির্মিত গ্রামীণ ক'ষক উপদেষ্টা কেন্দ্রের উদ্বোধন করে বলেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার ক'ষকদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন ক'ষি দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাকরাবন প'ায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া সাহা, সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়, জিতেন মজমদার সহ বিশিষ্টজনেরা। এই কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪৩ লক্ষ টাকা। এদিন ক'ষিমন্ত্রী শ্রী সিংহরায় গকুলপুর এগ্রি কমপ্লেক্সে জেলা ক'ষি কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরছেঃ রামপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ জানুয়ারি।। ৩০ বাগমা মন্ডলের উদ্যোগে বিজয় সংকল্প জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাগমা বাজার এলাকায় ওই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিজয় সংকল্প সভা শুরুর পূর্বে বাগমা মন্ডলের উদ্যোগে বাগমা বাজারে প্রথমে জনবিশ্বাস যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজয় সংকল্প জনসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্যের কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, কিল্লা বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া, ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় সহ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়ার দাবি, এই বিজয় রথে কর্মীদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দল বিজেপি বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবে। শুধু তাই নয়, ২০২৪ সালে পুনরায় কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় আসবে। বলে।

কল্যাণপুর ও ধর্মনগরে যান দূর্ঘটনা শিশু সহ গুরুতর আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ১০ জানুয়ারি।। কদমতলা ও কল্যাণপুরে যান দুর্ঘটনায় শিশু সহ ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, আজ দুপুরে ধর্মনগর, কদমতলা সড়কে ইছাই লালছড়া তহশীল অফিস সংলগ্ন এলাকায় স্কুটি ও ট্রিপারের ধাক্কায় শিশু সহ তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। জানা গেছে, স্কুটি চালক রাজু দত্ত স্ত্রী টিনা দত্ত ও পুত্র সন্তান রুদ্র দত্তকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন। ইছাই লালছড়া অফিস সংলগ্ন এলাকায় ট্রিপার গাড়ি দ্রুতগতিতে স্কুটিতে ধাক্কা দেয়। তাতে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা দৌড়ে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে, স্থানীয় মানুষট্রিপার গাড়িটি আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। ট্রিপারের চালক মাজহারুল হককে উত্তেজিত জনতা উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কল্যাণপুরে আবারো যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিন জন। ঘটনা সোমবার রাতে কল্যাণপুর থানাধীন গৌরাঙ্গটিলা এলাকায়। আহত ব্যক্তিরা হল যোগেন্দ্র দাস (৬০), অখিল দাস (২৯) এবং বিশ্বলক্ষ্মী দেববর্মা (৬২)।

এদিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খোয়াই থেকে টিআর০৬-২৯০৮ নম্বরের একটি অটোরিকশা কল্যাণপুরের উদ্দেশ্যে আসছিল। খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়কের গৌরাঙ্গটিলা এলাকায় আসতেই বেপোয়ারা গতির অটোরিকশা রাস্তায় উল্টে যায়। তাতে তিন যাত্রী গুরুতর অভাবে আহত হন। কল্যাণপুর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি অকুস্থলে পৌঁছে আহত যাত্রীদের কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালের চিকিৎসক তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। পুলিশ দুর্ঘটনা গ্রস্থ অটো গাড়িটিকে আটক করলেও চালক পলাতক বলে জানা গেছে।

এনসিসি ক্যাডেটদের নিয়ে ৮ দিনব্যাপী যৌথ ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। আগরতলা নেতাজী সুভাষ আ'লিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গতকাল থেকে সারা রাজ্যের এনসিসি ক্যাডেটদের নিয়ে ৮ দিনব্যাপী যৌথ ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১৩-ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি-র উদ্যোগে আয়োজিত আজ এই ট্রেনিং ক্যাম্প এর উদ্বোধন করেন ১৩-ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি-র কমাণ্ডিং অফিসার, কর্নেল এমএ রাজমান্নার। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে ১৩-ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি, ১৫ (স্বাধীন) বয়েজ কোম্পানী এনসিসি এবং ৭১ (স্বাধীন) গার্লস কোম্পানী এনসিসি এই তিনটি বিভাগ থেকে মোট ২৫৫ জন এনসিসি ক্যাডেট অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে বালক রয়েছে ১৩১ জন এবং বালিকা রয়েছে ১২৫ জন। এই ট্রেনিং ক্যাম্প এর উদ্বোধন করে ১৩-ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি-র কমাণ্ডিং অফিসার, কর্নেল এম এ রাজমান্নার এনসিসি ক্যাডেটদের দেশ মাত'কার সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি ক্যাডেটদের রোজ শরীরচর্চা, নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল হবার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এই অর্থবছরে এটি ত'তীয় ক্যাম্প। এতে রাজ্যের ১২টি কলেজ ও ১৮টি স্কুল থেকে ক্যাডেটগণ অংশ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে ১৩-ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি-র ল্যাফটেনেন্ট সমীর কুমার দিয়াবাঘ জানান, ৮ দিনের এই ক্যাম্পে ক্যাডেটদের শেখানো হবে নিয়মানুবর্তিতা, অ' প্রশিক্ষণ, ফায়ারিং, পিটি, ড্রিল, দক্ষতা বৃদ্ধি, যোগাসন, প্রাক'তিক বিপর্যয় মোকাবিলা, ট্রাফিক সচেতনতা, সাইবার নিরাপত্তা, মেডিটেশন, সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ, যুবদিবস পালন, স্বচ্ছতা অভিযান, বিশ্ব হিন্দি দিবস পালন ইত্যাদি। এছাড়া ড্রয়িং, ভাষণ, দলগত আলোচনা, ফায়ারিং, ড্রিল, ওভার অল বেস্ট ক্যাডেট, কলেজ ও স্কুল নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষণের পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৪ জানুয়ারি ছবিমুড়ায় ছবিমুড়া মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। আগামী ১৪ জানুয়ারি ছবিমুড়ায় ছবিমুড়া মেলা এবং পশ্চিম ডলুমা ভিলেজে কুর্মা এলাকায় কুমাঝোক মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় ছবিমুড়া মেলার উদ্বোধন করা হবে। মেলায় সারা রাতব্যাপী সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তর তাদের উন্নয়নমূলক কাজের প্রদর্শনী মণ্ডপ খুলবে। মেলায় পূর্ণার্থীদের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে মেলা পরিচালনা করার জন্য বিধায়ক র'তি দাসকে চেয়ারম্যান ও মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাসকে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কুমাঝোক মেলার উদ্বোধন করা হবে বিকাল ৫টায়। এই মেলাতেও সারা রাতব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমানতালে এগিয়ে গেলেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করা সম্ভব ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমানতালে এগিয়ে গেলেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করা সম্ভব হবে। গড়ে উঠবে আত্মনির্ভর ত্রিপুরাও। এজন্যই রাজ্যেও বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্প চালু করা হয়েছে। আগে রাজ্যের একটি মাত্র জেলায় এই প্রকল্প চালু ছিল। বর্তমান সরকার আসার পর প্রতিটি জেলায় এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। আজ চম্পকনগরে হারাধন সাহা ম'তি কমিউনিটি হলে ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসূচি নিয়ে একদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। কর্মশালার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, আগে শুধুমাত্র পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু ছিল। নির্যাতিতা মহিলারা এখানে আশ্রয় নিতে পারেন। বর্তমানে প্রতিটি জেলায় ওয়ান স্টপ সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা আরও বাড়াতে এবং রুখে দাঁড়াতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধু সরকারি প্রচেষ্টায় নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা সম্ভব হবে না। এই কাজে রাজ্যের সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস এর চেয়ারম্যান হিমানী দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলা আধিকারিক ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস, সমাজসেবী অভিজিত দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া ব্লকের সিডিপিও হীরালাল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলবাড়ি বিএসি'র চেয়ারম্যান রোকেন দেববর্মা, চাইল্ড রাইটস কমিশনের সদস্যা মনিষা সাহা ও শর্মিলা চৌধুরী। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন মঞ্জু দাস।

নির্বাচন নিয়ে ঊনকোটিতে সাংবাদিকদের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঊনকোটি জেলার সাংবাদিকদের নির্বাচনে বিধি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত করা হয়। ঊনকোটি জেলা কোন শাসকের তত্ত্বাবধানে সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে জেলার সমস্ত সাংবাদিকদের নিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়। শিবিরে ডিএম, এডিএম, দুই মহকুমার এসডিএম, এসডিপিও এবং ইলেকশনের নোডাল অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনের বিধি নিষেধ পেইড নিউজ, নির্বাচন চলাকালীন সাংবাদিকদের আচরণ বিধি, নির্বাচন চলাকালীন সমস্ত জনগণের নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদির উপর প্রজেক্টার এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। এতে ঊনকোটি জেলার প্রায় ৪০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

পশু প্রতিপালনে পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত বেরীমুড়া বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাণী মেলা ও প্রদর্শনী। পশু প্রতিপালন করা সকলকে উৎসাহিত করতে পুরস্কৃত করা হয়েছে। মঙ্গলবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত বেরীমুড়া বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাণী মেলা ও প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩ নং বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা অগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সমরেশ বিশ্বাস, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা ও এলাকার পশুপালকরা। বিধায়ক সহ অন্যান্য অতিথিরা মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

পাশাপাশি পশু প্রতিপালন করা সকলকে উৎসাহিত করতে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কতটা মানুষকে বর্তমান সরকার স্বনির্ভর করতে পেরেছে সেটাই বড় উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ ২০১৮ সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভরের যে শ্লোগান উঠেছিল সেটা সঠিকভাবে পালন করতে না পারায় প্রতিদিন রাস্তায় নামছে বেকার মহল। কিন্তু জাঁকজমক ভাবে এ ধরনের সরকারি অনুষ্ঠান করে অর্থ ব্যয় করা অনর্থক বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ।

৫০টি আসনে জয়ী হবে বিজেপি জোর গলায় দাবি ডা: মানিক সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। নিজ বিধানসভা কেন্দ্র ৮ টাউন বড়োদোয়ালী এলাকায় দ্বিতীয় দিনে ডোর টু ডোর প্রচারে বের হন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ৫০ টি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

মঙ্গলবার নিজ বিধানসভা কেন্দ্র ৮ টাউন বড়োদোয়ালী এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আগরতলা পুর নিগমের ২৩ নং ওয়ার্ড এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার চালান তিনি। এলাকার বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেন বিজেপি সরকারের সাফল্যের খতিয়ান। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা রয়েছে মানুষের। দেশকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন দিশায় কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাতে মানুষ খুশী। তাই মানুষের জন্য কাজ করার স্বার্থে আগামী দিনে আরো বেশী সংখ্যায় ভোট নিয়ে বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। ৬০ টি বিধানসভার মধ্যে ৫০ টি আসন বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

কারা আবাসিকদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজে উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। বর্তমান রাজ্য সরকার কারা দপ্তরের আধুনিকীকরণে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। কারাবাস শেষ করার পর কারা আবাসিকগণ যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন ও জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারা আবাসিকদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজে উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র (কারা) দপ্তরের গত ৫ বছরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও কর্মসূচি সম্বলিত একটি পুস্তিকার আজ আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে একথা বলেন কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। এই উপলক্ষে সচিবালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কারামন্ত্রী আরও বলেন, কারা আবাসিকদের জীবনমান উন্নয়নে দপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। তাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ধর্মনগরে নির্মান করা হয়েছে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সম্পন্ন নতুন কারা ভবন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে প্রবর্তিত করা হয়েছে কারা দপ্তরের ত্রিপুরা সংশোধনাগার রুল্ ২০২১। কারা দপ্তরে ২৪৯টি বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে বলেও কারা মন্ত্রী শ্রী পাল জানান।

অনুষ্ঠানে আই জি প্রিজন অদিতি মজমদার বলেন, মহিলা কারা আবাসিকদের সঙ্গে থাকা ৬ বছর বয়সের নিচে শিশুদের থাকা খাওয়া ও দেখাশোনা করার জন্য প্রতিটি কারাগারে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কারা আবাসিকদের শারীরিক সুস্থতা সুনিশ্চিত করতে বিনামূল্যে প্রতিটি কারা আবাসিকদের চিকিৎসা সরকারী হাসপাতালে প্রদান করা হয়। কারা আবাসিকরা যাতে তার বাড়ীর লোকজন, আত্মীয়, বন্ধু পরিজনদের সাথে কথা বলতে পারেন তার জন্য কারাগারে টেলিফোনের মাধ্যমে কথা বলার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এটা কারা দপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে নির্যাতিত ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য দ্যা ত্রিপুরা ভিক্টিম কমপেনসেশন স্কিমে কারা দপ্তরের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়। আইজি প্রিজন অদিতি মজমদার আরও বলেন কারা আবাসিকদের বাঁশবেত, বেকারি, ফুল ও সব্জি চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।এর ফলে কারাবাস শেষে জীবিকা নির্বাহ ও সমাজ জীবনে তাদের বিশেষ অবদান রাখা সহজতর হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে কারা দপ্তরের সচিব তাপস রায় উপস্থিত ছিলেন।

রথ যাত্রার সমাপনীতে আসছেন জে পি নাড্ডা

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা এবং প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। রথযাত্রা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার আগমনের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন আর্নজাতিক যুব দিবস আগামী ১২ জানুয়ারী ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা রথযাত্রার সমাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার জন্য রাজ্যে আসছেন। সকাল ১১ ঘটিকায় তিনি মহারাজা বীর বিক্রম আর্নজাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে তিনি সরাসরি সীমান্তবর্তী গ্রাম লংকামুড়ার ভূমিহীন কলোনী পরিদর্শন করবেন। সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে শরিক হবেন। সেখানেই দুপুরের ভোজন শেষে তিনি সরাসরি চলে আসবেন উমাকান্ত ময়দানে।

তিনি বলেন, ২টি রথ প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার যাত্রা শেষে উমাকান্ত ময়দানে এসে মিলিত হবে। সেখানে বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করবেন। সভা শেষে আগরতলার এক হোটেলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রদেশ বিজেপি কোর কমিটির সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন। বিকালে তিনি বিমানযোগে দিল্লি ফিরে যাবেন।

নবীন শিক্ষা নীতির বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ১১-১২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ত্রিপুরায় নবীন শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের পথ সন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। আই. সি. এস. এস.আর, উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে আয়োজিত এই কর্মশালায় জাতীয় ও রাজ্য স্তরের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করবেন এবং সর্বমোট চারটি সত্রে ত্রিপুরার শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক , বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, শিক্ষক তথা ছাত্র ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। বিদ্যালয় পর্যায় থেকে উচ্চশিক্ষার অঙ্গন পর্যন্ত নবীন শিক্ষা নীতি প্রণয়নের পথ সুগম করাই এই কর্মশালার উদ্দেশ্য। শিক্ষা-সংস্কৃতি-উত্থান-ন্যাসের সর্বভারতীয় পদাধিকারী, শ্রী অতুল কোঠারি সহ এম.বি.বি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্রের নির্দেশক তথা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ বিশেষজ্ঞ রূপে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সংবাদমাধ্যম কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত এবং অবাধ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সংবাদমাধ্যমের সদর্থক মনোভাব নির্বাচন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান গ্রহণ করে। আজ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো আয়োজিত সংবাদমাধ্যম কর্মশালায় (বার্তালাপ) একথা বলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে। কর্মশালার মূল বিষয় ছিল ইলেকশন অ্যাণ্ড মিডিয়া ইলেক্টোরাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড মিডিয়া কমিউনিকেশন। গীতা'লি গেস্ট হাউসে আয়োজিত এই কর্মশালায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার, পিটিআই-এর এডিটোরিয়াল কনসালটেন্ট জয়ন্ত ভট্টাচার্য, গুয়াহাটি থেকে আগত বরিষ্ঠ সাংবাদিক অনির্বাণ রায়।

কর্মশালায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে আরও জানান, ভোটদানকালীন সময়ে ভোটারদের ভোটদানের গোপনীয়তা যাতে ভঙ্গ না হয় সেদিকে সকলের নজর দেওয়া উচিত। এবছর ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে নতুন ভোটারদের উচ্ছাস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। মিশন জিরো পোল ভায়োলেন্স ও মিশন ৯২৯ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হলো রাজ্যে ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে ৯২৯টি ভোটকেন্দ্রে গড় ভোট রাজ্য গড়ের চাইতে কম ছিল সেখানে এবছর ভোটদানের গড় বাড়ানো। তাছাড়া মিশন জিরো পোল ভায়োলেন্সের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে যাতে রাজ্যের ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তারজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরফলে আগামীদিনে রাজ্যের ভাবমূর্তি দেশের সামনে আরও উজ্জ্বল হবে। কর্মশালায় দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ এই বিষয় নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।